আন নুর (বাংলা) সমগ্র

[মুজাহিদিন উলামা ও উমারাহদের
বিক্ষিপ্ত মনিমুক্তোর অনবদ্য সংকলন]

আন নুর (বাংলা) সমগ্র

[মুজাহিদিন উলামা ও উমারাহদের বিক্ষিপ্ত মনিমুক্তোর অনবদ্য সংকলন]

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আন নুর (বাংলা) টিম

সূচিপত্র

ভুমিকা ৭

দাওয়াহ'র স্বার্থ নামক মূর্তি! ৮

আমরা আনন্দিত ৮

তারা নবীদের ওয়ারিশ নন! ৯

কেন আল-কায়েদায় যোগ দিবেন ৯

আমেরিকাকে যেভাবে ধ্বংস করা সম্ভব! ১০

মুক্তির পথ ১১

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম ১১

ওরা কেন লড়াই করে? ১২

সবচে' নিকৃষ্ট ব্যবসায়ী! ১৩

বর্তমান বিশ্বের নেতা আমেরিকা ১৩

সত্য অনুসরণীয়, কারো অনুসৃত নয় ১৪

তোমার পাশে সিংহদের জমায়েত করো ১৫

"জিহাদের লাভ-ক্ষতি" ১৫

"নেক আমলে অলসতা থেকে সাবধান!" ১৬

গোপন লালসা থেকে সাবধান! ১৬

যখন আমরা নিজ শরীরের রক্ত প্রবাহিত করি ১৭

মুজাহিদ বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা! ১৭

শাইখ উমার আব্দুর রহমানের অসিয়াত ১৮

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা ১৮

ধ্বংস তাদের অপেক্ষা করছে! ১৯

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত ২০

শাসকের আনুগত্যের মাঝেই ইসলাম ?! ২০

উম্মাহর ঐক্য ও ইসলাম ২১

মুজাহিদ হবে উত্তম আচরণকারী ২১

ঈমান ও কুফুরে মধ্যপন্থা নেই ২২

মুজাহিদের জন্যে সতর্কতা ২৩

সঠিক মানহাজেই জিহাদের সফলতা ২৩

আকাবিরগণ কি কম বুঝতেন..? ২৪

পশ্চিমা সন্ত্রাসী ২৫

মাছের জন্যে পানি ২৫

আহবান ... কে সাড়া দিবে ? ২৫

বিজয় আসার সঠিক পথ ২৬

লাঞ্ছনার একমাত্র কারণ ২৭

লড়াই একমাত্র তাওহীদের উপর ২৭

নিফাকীর প্রভাব থেকে বাঁচা ২৮

তাওহীদ ও উম্মাহর ঐক্য ২৮

কে আছ বন্দীদের জন্যে ? ২৯

আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে ?! ২৯

বিপদ আসা ঐচ্ছিক নাকি আবশ্যক? ৩০

ফিলিস্তিনকে ফিরিয়ে আনা ঈমানের অংশ ৩১

জিহাদের কাজ অবনতির কারণ ৩১

লড়াইয়ের বাস্তবতা ৩২

জিহাদের পথে ইখলাস ৩২

কঠিন শিক্ষা ৩৩

নিরপেক্ষতা কাদের থেকে?! ৩৪

আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারীর মর্যাদা ৩৪

ত্বাগুত জালেমরা দূর্বল উম্মাহকে আক্রমন করছে ৩৫

ইমাম মাহদী প্রতীক্ষিত নয় ৩৬

জিহাদের প্রভাব ৩৬

পশ্চিমা আধুনিকায়ন ৩৭

কেমন হবে দ্বীন রক্ষার রিবাত্ব ! ৩৭
অবশ্যই শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব ৩৮
আল্লাহ জুলুমকে হারাম করে দিয়েছেন ৩৮
" শাহাদাত " ৩৯
মুজাহিদদের রক্ত ৩৯
যে হাতিয়ারকে কলমের সাথে একত্র করে ৪০
যে কাঁটা রোপন করে... ৪০
মুজাহিদদের প্রতি চিঠি ৪১
শারীরিক প্রস্তুতি ৪২
আল্লাহর স্বরনে অন্তর কি ভীত ? ৪২
নিশ্চয় সফলতা মুমিনদের জন্যে... ৪৩
ইসলামের লড়াইয়ের বাস্তবতা... ৪৩
হে দক্ষিনের অধিবাসীগণ ৪৪
জামাত তার মানহায়ে প্রতিষ্ঠিত ৪৫
মুরতাদ ও কাফেরের গোলাম... ৪৫
কখনোই সাহায্যপ্রাপ্ত হবো না ৪৬
কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলবে... ৪৬
বর্তমান জিহাদে সফলতার সুসংবাদ... ৪৭
সতর্কতা আবশ্যক ৪৮
সাহায্য অবতরণ ৪৮
মুমিনদের পরস্পর বন্ধুত্ব... ৪৯
আমরা সু-সংবাদ প্রাপ্ত দল ৪৯
হে জিহাদের পথের সাথী ৫০
তাওহীদ বাস্তবায়ন আবশ্যক ৫০
দুই প্রতিবেশীর মাঝে কত পার্থক্য !... ৫১
হিকমাহ দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়ার মধ্যে নয়... ৫১

জাহিলিয়্যাতের ধর্ম ৫২
ঐক্যের অপারগতা হৃদ্যতা ও সহযোগিতাকে নষ্ট করে না ৫৩
কাজের পরিকল্পনা !.. ৫৩
ফিলিস্তিনকে সাহায্যের শপথ.. ৫৪
আবেগের সাথে সবরের প্রশিক্ষণ ৫৪
জিহাদী পথের মূলনীতি ৫৫
সমাজ সংশোধনের মূলনীতি.. ৫৬
ইয়াকীন ও সবর মুজাহিদের পাথেয়.. ৫৬
কখনোই যুদ্ধ ছাড়ব না ৫৭
ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত মানহাজ... ৫৮
দুইটি বিপরীত সিদ্ধান্তের সম্মুখে ৫৮
শত্রুতা ও ধৈর্য ধারন ৫৯
তাগুত থেকে সম্পর্কহীনতা তাওহীদের ভিত্তি ৬০
হয়তো জিহাদ নয়তো লাঞ্চনা, যা ইচ্ছা বেছে নাও ৬১
পবিত্র রমজানের আগমনে মোবারকবাদ.. ৬১
বাস্তব পদক্ষেপ ৬২
অচিরেই আমেরিকা ধুলিস্যাৎ হবে ৬২
কারো বিরোধীতা করা অপদস্থতা নয় ৬৩
মডারেট ইসলাম ৬৪
আমেরিকার গোলামদের ঘাড়ে আঘাত ৬৫
গূলু ও ইরজা'র মাঝামাঝি ৬৬

ভুমিকা

‘আন নুর’ মূলত মুজাহিদদের টেলিগ্রাম ভিত্তিক একটি দাওয়াতি চ্যানেল ছিল, যারা আরবি ভাষায় মুজাহিদিন উলামা ও উমারাহদের বিভিন্ন মূল্যবান ছোট ছোট বক্তব্যের ইমেজ তৈরি ও প্রচার করতেন। কাজটি এতোই মকবুল হয়েছিল যে উর্দু, ফার্সি, ইংরেজি ও বাংলা ভাষা সহ আরও বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রজেক্ট শুরু হয়েছিল এবং আলহামদু লিল্লাহ ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

আন নুর আরবি চ্যানেলের সূচনালগ্নেই এর বাংলা প্রজেক্ট শুরু করা হয়েছিল, এবং যদিও মূল আরবি চ্যানেলের পুরোপুরি অধিনস্ত ছিলনা তবে মূল আরবি চ্যানেলের এডমিনদের থেকে অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল।

আলহামদু লিল্লাহ দীর্ঘ সময় বিভিন্ন ভাইদের হাত ধরে এই প্রজেক্টটি চলমান থাকে এবং প্রায় একশত ইমেজ প্রকাশিত হয়। এক পর্যায়ে মূল আরবি চ্যানেল বন্ধ হয়ে যায় এবং নানাবিধ কারণে বাংলা বিভাগটিও বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন এটির কার্যক্রম বন্ধ থাকাতে মূল্যবান এই কাজগুলো প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল, তাই আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে ফাইলগুলোকে একত্রিত করেছি আলহামদু লিল্লাহ, যার আর্কাইভ এখন আপনাদের সম্মুখে পুস্তিকা আকারে বিদ্যমান। মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি আবেদন থাকবে এই সমগ্রটি থেকে নিজেরা উপকৃত হওয়ার ও উম্মাহর মাঝে প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে এর ফায়েদাকে ব্যাপক করার!

পরিশেষে মহান আল্লাহ’র কাছে দুয়া হল আল্লাহ এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদক, সম্পাদক ও গ্রাফিক্সারসহ সকল ভাইকে উত্তম প্রতিদান দিন! বন্দী মুজাহিদ ভাইদের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করুন! এই সংগ্রহটিকে কবুল ও মাকবুল করুন! এটিকে উম্মাহ’র জাগরণের উসিলা বানান! আমীন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

উমর মুখতার
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইংরেজি
২১ জুমাদাল উখরা ১৪৪২ হিজরি

#an_noor (১)

দাওয়াহ'র স্বার্থ নামক মূর্তি!

এই জামায়াতগুলোর কোন কোনটি শাসকদের চাটুকারিতা এবং জিহাদ থেকে পিছনে রয়ে যাওয়াকে দাওয়াহ'র স্বার্থের দোহায় দিয়ে বৈধ করে নিয়েছে, এমনকি এই দাবিগুলো একটি মূর্তির রূপ ধারণ করেছে, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়।

এবং দাওয়াহর স্বার্থকে গোপন রাখার ফলে দলের নেতাদের আদেশসমূহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশসমূহের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

- আলজামে' লি কালিমাতিশ শায়খ উসামা -

শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)

#an_noor (২)

আমরা আনন্দিত

পরিস্থিতি যা –ই হোক আমরা আনন্দিত, ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক, গুরুত্বপূর্ণ হল যে, আমরা সঠিক পথে চলছি।

আর জিহাদ চলবে পরিস্থিতি সহজ অথবা কঠিন! আলহামদু লিল্লাহ শত্রু পশ্চাদপসরণের দিকে এবং আহলে তাওহীদের তীরন্দাজরা শত্রুর উপর প্রবল হচ্ছে।

পরিপূর্ণ অর্থে হয়তো দালাল শাসকদের হাতে শাসিত রাষ্ট্রসমূহ এবং সরকারসমূহের শাসনকাল আমাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী হবে, কিন্তু আমরা সঠিক দিকেই আছি। আর এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

- আল আ'মালুল কামিলাহ লিশ শাইখ আতিয়াহ

#an_noor (৩)

তারা নবীদের ওয়ারিশ নন!

তাওহীদ হল নবীগণ যা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর মধ্যে সবচে' মহান জিনিস!

যদি আলিমগণ লোকদেরকে তাওহীদ ও (কাফেরদের প্রতি) কঠোর হওয়ার বিষয়টি শিক্ষা দিতে উদ্যোগী না হন, তাহলে তাঁরা নবীদের ওয়ারিশ নন!

- শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৪)

কেন আলকায়েদায় যোগ দিবেন–

যেহেতু ইহুদী-খ্রিস্টানসহ কাফের ও মুরতাদ গোষ্ঠী সবাই ক্রুসেডের সাহায্যকারী আমেরিকার পশ্চাতে অবস্থান নিল - যদিও তারা নিজেদের ব্যাপারে ভাবছে যে তারা ঐক্যবদ্ধ, অথচ তাদের অন্তরসমুহ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন।

সুতরাং আমরা প্রত্যেক মুজাহিদকে জিহাদের পতাকাতলে চলে আসতে উৎসাহিত করছি, যা উত্তোলন করেছে তানজিম আল কায়েদা।

এবং যারা তাঁদের উম্মাহর ইজ্জত ও সম্মান রক্ষায় দ্বীনের ও আত্মসম্মানবোধের জিম্মাদারি আদায়ে সত্যবাদিতার প্রমাণ দিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা অনন্য পুরুষ হয়ে তাঁদের আকিদা ও শরীয়তের পথে অগ্রসর হয়েছে।

এবং বন্দি ও নিহতদের মাঝে রয়েছে তাঁদের অনেক মহান মহান নেতা। তাঁদের আত্মত্যাগ ও কুরবানির কাফেলা একের পর এক চলছে। আল্লাহ তাআলার কাছে দুয়া করি আল্লাহ যেন তাঁদের কবুল করে নেন।

শায়খ আবুল লাইস আল লিব্বি রহঃ

#an_noor (৫)

আমেরিকাকে যেভাবে ধ্বংস করা সম্ভব!

রাশিয়া খুব গর্বের সাথে বলত যে, তাদের নিকট আমেরিকাকে ২৮০ বার ধ্বংস করার মত শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র আছে, যেখানে আমরা তাকে মাত্র একবার ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করি।

প্রকৃত মুজাহিদরা এই বিশাল জানোয়ারকে (রাশিয়া) ধ্বংস করেছিল। আর এটা সারা বিশ্বের মুসলিমদের মনে আশা ও জীবনের সঞ্চার করেছে।

মুসলিমরা যদি জিহাদ শুরু করে এবং মহৎ বিষয়সমূহ অর্জনের প্রত্যাশায় এই আক্বীদাহর উপরে নিজেদের বহাল রাখে, তবে নিশ্চয়ই তারা এটা করতে সমর্থ হবে।

- শাইখ আবু ফিরাস আস সুরি রহ.

#an_noor (৬)

মুক্তির পথ

"মুসলিম জাতি আজ চরম বাস্তবতার মুখোমুখি। তারা দেখতে পাচ্ছে যে, যে সকল ইসলামী দল মুক্তির আশায় সেকুলারিজম, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরাতন্ত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল, যারা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল তারা দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই হারিয়েছে।

উম্মাহর কাছে আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণ যে সতর্ক বার্তা উচ্চারিত করেছিলেন তা যথার্থই ছিল। তারা বলেছিলেন যে, দাওয়াত ও জিহাদের পথই হচ্ছে মুক্তির পথ। কোরআন-সুন্নাহ বর্ণিত পথ। বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃত পথ।

তাই সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহর সামনে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করা। যাতে মানুষ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথে পরিচালিত হতে পারে।"

- শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৭)

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম

"এরা ঐ সকল লোক যারা রাসূলুল্লাহ সা. এর পথে চলছে। সুতরাং তাদের এমন দৃঢ় অবস্থানের অধিকারী হতে হবে যাতে কোন বস্তু তাদের ঈমান বা ঈমানের সম্পৃক্ত কোন বিষয় থেকে টলাতে না পারে।

নেতা চলে যান, তিনি যত বড় নেতাই হোন না কেন। তিনি যদি নবীও হোন ।

আর তাদের এ মজবুত অবস্থা তৈরি হবে তখনই যখন এ বিষয়ে প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞান আত্বস্থ করবে এবং অন্তরে তা গেঁথে নিবে।

আর গুরুত্বপূর্ণ একটি সরঞ্জাম হল, মুসলমানগণ দীনের প্রত্যেক বিষয়ে ঐ বিষয়ের বিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যখন কোন একজন চলে যাবেন তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে যাবে।

আর সাধারণ মুমিনদের চিন্তা-চেতনা থাকবে- আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর পথে যথাসাধ্য জিহাদ করা।"

- শায়খ আবুল হাসান রাশিদ আল বুলাইদ (রহঃ)

#an_noor (৮)

ওরা কেন লড়াই করে?

"রাসুলদের অনুসারীরা লড়াই করে তাওহীদের জন্য। আর যারা রাসুলদের মানহাজ থেকে পদস্খলিত, তারা বিপ্লব করে পুরাতন তাগুতকে সরিয়ে নতুন তাগুতকে প্রতিষ্ঠার জন্য।

আর এরাই হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা মুসলিম জাতির আত্মত্যাগ নিয়ে খেল-তামাশা করে!"

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৯)

সবচে’ নিকৃষ্ট ব্যবসায়ী!

"নিশ্চয়ই সবচে’ নিকৃষ্ট ব্যবসায়ী হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা তাদের ও তাদের অনুসারীদের দ্বীনকে নিয়ে ব্যবসা করে।

সুতরাং তারা এই দ্বীনকে ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে, এতদসত্ত্বেও এতে তারা সুখী হয় না।

এবং ইসলামের সিংহরা তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিদান স্বরূপ ও তৎসদৃশ লোকদের (এই ধরণের অপরাধ) থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে হত্যা করেন।"

- শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

#an_noor (১০)

বর্তমান বিশ্বের নেতা আমেরিকা

"বর্তমান বিশ্বের নেতা আমেরিকা আদিবাসী জনগণের কিছু মৃতদেহের পরিচালক বৈ আর কী!? আমেরিকা যাদেরকে নির্মূল করে দিয়েছে। কয়েক লক্ষ লোক ছাড়া যাদের কেউ বেচে নেই।

অবশিষ্টদেরকে শুধু ‘মমিকক্ষে মূর্তির মত করে’ পর্যটকদের পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় রেখে দেয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ানাসহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে তাদের ঘরবাড়িগুলো সর্বদা আলোক সজ্জায় সজ্জিত করে রাখা হয়। এরা ভারতীয় নেটিভ আমেরিকান লোক।"

- শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

#an_noor (১১)

সত্য অনুসরণীয়, কারো অনুসৃত নয়

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিপক্ষে কাফেরদের সহযোগিতা করে সে সুস্পষ্ট কাফের। এটা মুজাহিদদের বানানো কথা নয়। তাদের নিজস্ব অনুমান ও আবিষ্কার নয়।

তাদের আবেগ-অনুভুতি থেকেও এ কথা উদ্ভাবিত হয়নি। বরং বিশ্বসস্ত নির্ভরযোগ্য আলেমদের বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য দ্বারা এর বাস্তবতা প্রমাণিত এবং তার হুকুম সুস্পষ্ট।

মুজাহিদগণ এমন নন যে, তাঁরা ইসলমী শরিয়তকে পরিবর্তন করে ফেলবেন অথবা নিজেরা পরিবর্তীত হয়ে যাবেন। এমন কি নিষ্ঠুর জালেমদের হুমকিতেও তাঁরা ইসলামী শরিয়তকে পরিবর্তন করতে জানেন না।

যেভাবে তাঁরা ইসলামী শরিয়তকে কার্যকর করার ক্ষেত্রেও লোকদের কোনরূপ প্রবণতা ও আবেগ তাড়িত হওয়ার উপর নির্ভর করেন না।

কারণ, সত্য অনুসরণীয় কারো অনুসৃত নয়।"

- শায়খ আবু ইয়াহয়া আল-লিব্বি রহ.

#an_noor (১২)

তোমার পাশে সিংহদের জমায়েত করো

"শেক্সপিয়র বলেন, ‘জ্ঞানীদের জমায়েত করা কঠিন এবং জটিল একটি কাজ। অপর দিকে পশুপালের জমায়েত সাধারণ একটি ব্যপার, কিছু রাখাল ও কুকুর হলেই যথেষ্ট।

কেউ কেউ সামঞ্জস্য বিধানকে সহজ মনে করেছেন এ নীতির ভিত্তিতে যে, ‘বন্ধু কুকুর শত্রু সিংহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ’।

তবে আসল কথা হলো, বিপদের সময় পশুপাল তোমার থেকে দূরে সরে পড়বে, তোমাকে একা রেখে চলে যাবে। এ জন্য সিংহদেরকে তোমার পাশে জমায়েত করো।

পরিচালনার ক্ষেত্রে যাদিও তারা তোমাকে কষ্ট দেবে, তবুও মনে রেখো, তাদের দ্বারা তুমি বড় হতে পারবে, নিশ্চিন্তে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।"

- - শায়েখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনী হা.

#an_noor (১৩)

“জিহাদের লাভ-ক্ষতি”

"মাসলাহা (লাভ) এবং মাফসাদা (ক্ষতি) বলতে শরীআতের দৃষ্টিতে লাভ-ক্ষতি বোঝানো হয়। কারো ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার এখানে প্রযোজ্য হবে না।

.যেসব ব্যক্তিরা জিহাদের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কথা বলবেন তারা হলো মুজাহিদিনরা।

তারা নয় যারা ঘরে বসে থাকে এবং একটি বন্দুকও চালাতে পারে না।"

- শায়খ নাসির বিন হামদ আল ফাহদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ)

#an_noor (১৪)

"নেক আমলে অলসতা থেকে সাবধান!"

সাবধান, জিহাদের মহা প্রতিদানের উপর ভরসা করে নেক আমলের ব্যপারে অলসতার থেকে সাবধান। কেননা এটা হচ্ছে উজুব বা নিজের কাজে গর্ব করা। তুমি কিভাবে জানলে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার জিহাদকে কবুল করেছেন?

হয়ত এক মুহুর্তের উজুব বা বড়ত্বের অনুভূতি সারা জীবনের জিহাদকে নষ্ট করে দিবে।

- শায়খ ইবরাহীম আর রুবাইশ রহিমাহুল্লাহ

#an_noor (১৫)

গোপন লালসা থেকে সাবধান!

"হে মুজাহিদ! গোপন লালসা থেকে সাবধান, তা হচ্ছে নেতৃত্বের লোভ! মুজাহিদরা কখনোই কতৃত্বের জন্যে যুদ্ধ করে না অথবা ক্ষমতার জন্যে লড়াই করে না বরং তাদের মাল ও জানকে একমাত্র আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যেই ব্যয় করেন।

একজন মুজাহিদ নিজেকে উৎসর্গ করেন মুসলমানদেরকে শরিয়াহর মাধ্যমে পরিচালনা করার জন্যে যদিও তা বাস্তবায়িত হয় তার শাহাদাতের পর।"

- শাইখ হারিস বিন গাজী আন-নাজ্জারী রহঃ

#an_noor (১৬)

যখন আমরা নিজ শরীরের রক্ত প্রবাহিত করি

যখন আমরা নিজ শরীরের রক্ত প্রবাহিত করি এবং সম্পদ ব্যয় করি, তখন ফলশ্রুতিতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন আমাদের জন্যে সহজ হয়ে যায়। কেননা আমরা এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছি এবং পার্থিব প্রয়োজনকেও পূর্ণ করেছি। কিন্তু যদি আমরা দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করি এবং জাতি, ধর্ম, দল, মতাদর্শ অথবা জমিনের কোন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করি; তাহলে আমরা কিছুই করি নি। এবং দুনিয়া-আখেরাতের ব্যর্থতা নিয়ে আমরা পরকালে উঠব। আর ইহাই সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া!

শাইখ মুহাম্মদ আল হুনাক্ব - রাহিমাহুল্লাহ -

#an_noor (১৭)

মুজাহিদ বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা!

আলেমে রব্বানী ও আল্লাহর পথের মুজাহিদ উম্মাহকে নববী দিকনির্দেশনা ও ইসলামের পতাকা তলে ফিরিয়ে আনেন। আর যারা ভ্রষ্টতা কামনা করে, তারা মুজাহিদদেরকে তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার অসভ্যতায় নিক্ষিপ্ত হতে প্ররোচিত করে।

শাইখ: আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনী - হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (১৮)

শাইখ উমার আব্দুর রহমানের অসিয়াত

ওহে সাথীরা! যদি তারা আমাকে হত্যা করে -- অবশ্যই তারা সেটা করবে -- তাহলে আমার জানাজার সংবাদ ব্যপক প্রচার করো এবং আমার পরিবারের নিকট মরদেহ পাঠিয়ে দিও।

আমার রক্তকে ভুলে যেও না ও বৃথা যেতে দিও না। বরং সর্বোচ্চ দৃঢ়তার সাথে ও কঠিন ভাবে রক্তের বদলা নাও। এবং স্বরণ রেখ! তোমাদের ভাই হক কথা বলেছে, ফলে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে।

এগুলো কিছু কথামালা যা তোমাদেরকে অসিয়াত স্বরূপ বলে গেলাম।

তোমাদের দাওয়াহকে আল্লাহ ফলপ্রসূ করুন ও আমলে বারাকাহ দান করুন.. আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করুন.. হেফাজত করুন.. সাহায্য করুন.. তামকীন দান করুন।

আল-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

তোমাদের ভাই - উমার আব্দুর রহমান

#an_noor (১৯)

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তার সম্মানিত কিতাবে কালিমাকে পূর্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে... ঘটনার সত্যতা ও বিধানে ইনসাফের ক্ষেত্রে। তাই আল্লাহর কিতাবকে আকড়ে ধরা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক। এবং ভ্রষ্টদের আধিক্যের কারণে তারা যাতে ধোকা না খায়... জমিনে যাদের পরিমাণ অধিক এবং তাদের চাকচিক্যময় চিন্তা ও চেতনার যাতে অনুসরণ না করে।

কারণ তারা সঠিক ইসলাম থেকে মুসলিদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে সমস্ত মিডিয়া, মুনাফিক সাংবাদিক, ভ্রষ্ট লেখক ও ইসলামের কাঠিন্যতা সংস্কারের দাবীকারীসহ সবাইকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করছে।

শাইখ আবু উমার আল-সাইফ (রাহিমাহুল্লাহ)

#an_noor (২০)

ধ্বংস তাদের অপেক্ষা করছে!

জ্ঞানীদের উচিৎ নিজেদের নিয়ে এবং শাসকদের কার্যক্রম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। কারণ এই ভুলের ক্ষতিপূরণ অনেক বড়। কোন মুসলিমের জন্য এসকল শাসকদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা বৈধ নয়।

আর সংশোধনকারী জ্ঞানীগণ -যারা এই শাসকদের সংশোধনের চিন্তা করেন- তাঁদের দ্বারা কিভাবে এই শাসকদের সংশোধন সম্ভব?! অথচ এরা মন্দ গুণাবলীর গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে?

এটা সম্ভব নয়.. কারণ ধ্বংস এদের অপেক্ষা করছে।

আর কোন জ্ঞানীর পক্ষে এসকল মন্দ স্বভাবের ব্যক্তিদের যে কোন পর্যায়ের কোন কাজে শরীক হওয়া সম্ভব নয়, চাই তা যতই ছোট কাজই হোক না কেন। (যারা শাসকদের মন্দ কাজে শরীক হয়েছে) উম্মাতের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বড় বিষয়াবলী নিয়ে তাদের সাথে আমাদের কথা বলা কিভাবে সম্ভব??!!

- শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

#an_noor (২১)

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত

ইয়াহুদীরা পর্দার পিছন থেকে কাজ করে এবং নিজেদের গোলামদেরকে পরিচালনা করে, যার মূলে আছে গোলাম মিসরের শাসক, যার গোলামীর ব্যপারে তারা নিশ্চিন্ত। তেমনি ভাবে সঊদী প্রশাসন... খ্রিস্টান ও যায়নিস্টরা এই ভূমিগুলোতে আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক পরিমানে কাজ করে থাকে, যাতে ইয়াহুদী-নাসারাদের পেট্রোল চুরির কাজে বাধা না আসে। বিপরীতে তারা মুজাহিদদের আক্রমন থেকে তাদের নৌ-রুট ও অবৈধ শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করে।

-রাদ্দুল উদওয়ান আস-সালীবী-

শাইখ আবু সুফিয়ান আজদী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (২২)

শাসকের আনুগত্যের মাঝেই ইসলাম ? !

হে উলামায়ে উম্মাত! শাসকের আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে ইসলাম পালন, যাতে করে ইসলাম সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু যদি স্বয়ং শাসকই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে অবস্থা কি হবে ?!!! যে শাসক দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বোচ্চ সাধ্য ব্যয় করছে তার আনুগত্যে ইসলাম পালনের কথা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয় ।

শাসকের আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে ইসলাম; যাতে মুসলিমরা হেফাজতে থাকে ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং নিজেদের জান, মাল ও সম্পদকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যদি স্বয়ং শাসকই নিজ জাতিকে শত্রুর স্বার্থের জন্যে হত্যা করে তখন আনুগত্যের বিধান কি হবে ?!!!

শাইখ আনোয়ার আওলাকী - রাহিমাহুল্লাহ -

#an_noor (২৩)

উম্মাহর ঐক্য ও ইসলাম

যে ইসলাম উম্মাহর ঐক্য ও পরিশুদ্ধির মাধ্যম হয়েছে তা কখনোই ফাটল-বিচ্ছেদ বা ধ্বংসের কারণ হবে না। যে ইসলামের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের সফলতা, তার অনুসারীরা কখনই ইহা নিয়ে দুর্ভাগা হবে না। কি ভাবে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, অথচ তাদের কাছে রয়েছে এমন কোরআন যা তাদের সালাফদেরকে সফল বানিয়েছে ?! কি ভাবে তারা বিচ্ছিন্ন বা গোমরাহ হয় অথচ তাদের কাছে এমন কিতাব রয়েছে যা তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তাকওয়ার উপর ঐক্য করেছে ?!

কিন্তু পূর্ববর্তীরা ঈমান এনেছে ফলে সফল হয়েছেন এবং অনুসরন করেছেন ফলে সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু আমরা ঈমান আনছি সমস্যাযুক্ত, অনুসরন করছি মনগড়া। সুতরাং ফসল তাই আসবে যা রোপণ করা হয়েছে।

- শাইখ আবুল হাসান আল-বালিইদী তাকাব্বালাহুল্লাহ।

#an_noor (২৪)

মুজাহিদ হবে উত্তম আচরণকারী ...

তোমার জন্য উত্তম আচরণ করা আবশ্যক। কেননা ইহাই আমলনামায় সবচেয়ে ভারী হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং কিছু কিছু উলামারা বলেছেন: কস্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, উত্তম জিনিস খরচ করা, প্রস্ফুটিত চেহারা, এবং ভাইদের সাথে এমন আচরণ কর যা তুমি তাদের থেকে পাওয়ার আশা কর। তাদের সাথে কঠোর বা

কঠিন হয়ো না, খারাপ কার্জসম্পাদনকারী, জুলুম কারী বা গালীদাতা হয়ো না। বরং তাদের সাথে নম্র, ভদ্র, সহজ ও উত্তম আচরণকারী হও। এবং নাবী আলাইহিস সালামকে অনুসরণ কর তার আখলাকের ক্ষেত্রে যেমন অনুসরণ করে থেক তার সালাত ও জিহাদের ক্ষেত্রে।

- আবু ইয়াহয়া আল- লীবী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (২৫)

ঈমান ও কুফুরে মধ্যপন্থা নেই

আদম আঃ প্রথম সন্তানেরাই হাক্ক ও বাতিলের দন্দ্ব করেছে। তখন জালেম সৎ ব্যক্তিকে বলেছেঃ (আমি তোমাকে হত্যা করব)।

তখন জমিনের বুকে কেবল মাত্র চারজন ছিল, সেই সাথে জমিনও প্রশস্ত ছিল। কিন্তু বাতিল তখন বলে নি যে, (বের হয়ে যাও) বরং বলেছে (আমি তোমাকে হত্যা করব)। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, হাক্ক এবং বাতিল কখনো এক স্থানে অবস্থান করতে পারে না, যদিও তা পূরো পৃথিবীই হয় না কেন!!!

এটা সেই ব্যক্তিকে আশাহত করে যে তার ও জাহিলিয়্যাত, ঈমান এবং কুফুরীর মাঝে মধ্যপন্থা নামক সংযোগ খুজে পায়। অতএব এগুলোর মাঝে কোন ধরনের স্পর্শ পাওয়া যাবে না। হয়ত ইসলাম নয়ত জাহিলিয়্যাহ। হয়ত কুফুর নয়ত ঈমান।

- আবু মুস'আব আস-সূরী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

#an_noor (২৬)

মুজাহিদের জন্যে সতর্কতা ...

কখনোই অন্যের নামে অপবাদ লাগাবে না ও তোমার হাত ও জিহ্বা দ্বারা সমস্ত মুসলমানকে কষ্ট দেয়া থেকে দূরে থাকবে। এবং তাদের ব্যপারে গীবতকারী হয়ো না, চোগলখোর হয়ো না, ফাটল সৃষ্টিকারী হয়ো না এবং ছিদ্রান্বেষী ও নিন্দুক হয়ো না।

এবং ভাল করে জেনে নাও, তুমি হিজরত ও জিহাদ করছ নিজের রক্ত ঢেলে মুসলিমদেরকে রক্তকে রক্ষার জন্য এবং তরবারী দিয়ে তাদের উপর আক্রমনকে প্রতিহত করতে। তাই জিহাদের পথের মেহনতকে তোমার জবানের দ্বারা নষ্ট করে দিও না। নিশ্চয় প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যাক্তি, যাহার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ হয়।

- শাইখ আবু ইয়াহয়া লীবী রাহি:

#an_noor (২৭)

সঠিক মানহাজেই জিহাদের সফলতা

যদি তোমাদের জিহাদ আল্লাহর দেওয়া পদ্ধতি মোতাবেক হয়ে থাকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বলে দেওয়া পদ্ধতি মোতাবেক জারি থাকে... না তোমরা দুর্বল হবে, না পিছু হটবে, না কাপুরুষতা দেখাবে আর না জীবন দেওয়া থেকে ঘাবড়িয়ে যাবে।

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

অর্থাৎ আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও।

দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলে, দুনিয়ার শাসনক্ষমতা তোমাদের হাতে দেওয়ার মালিক আল্লাহ, দুনিয়ার নেতৃত্ব তোমাদের হাতে শীঘ্রই আসবে।

(জেনে রাখ! আল্লাহর সাহায্য কাছেই)

- আমীর আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (২৮)

আকাবিরগণ কি কম বুঝতেন..?

আমি কখনো চিন্তা করি... আমাদের আকাবিরগণ কি বেশি বুজতেন যে, তারা উম্মাতের বীরদেরকে উঠিয়ে নিয়ে বালাকোটে প্রাঙ্গনে শহীদ করে দিয়েছেন? নাকি আমরা যারা নিজেদের জান বাচানোর নিয়ে ব্যস্ত আছি?!!! আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি ... শাহ আঃ আজিজ মত মুহাক্কিক-মুহাদ্দিস এটাও অনুভব করেন নি যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার ঐতিহাসিক ফতোয়া তাদেরকে কত কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দিবে?! নাকি উনার এই (হেকমতের) বুঝ ছিল যে, তার এই (জিহাদের) আমলের কারনে গোটা হিন্দুস্তানের লক্ষ মাদ্রাসার একটা একটা করে ইট গুড়িয়ে দেয়া হবে?! পরিশেষে এমন কি আবেগ ছিল যাতে দিল্লির সুবিশাল ইলেমের খেদমাত আঞ্জাম দানকারী মাদ্রাসাগুলোকে যুদ্ধে জরিয়ে ফেলেছেন, ফলে তিনি নিজেও বিপদে গ্রস্ত হয়েছেন এবং মাদ্রাসা গুলোও ধংস হয়েছে?!

- আমীর আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (২৯)

পশ্চিমা সন্ত্রাসী ...

ফিলিস্তিনের উপর অত্যাচার শুধু ইয়াহুদীদের নয় বরং তা হচ্ছে পশ্চিমা নির্যাতন। ইতিহাস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, ফিলিস্তিন বিজয়ের পথ মিসর ও সামের উপর দিয়েই অতিক্রম করে।

- শাইখ আইমান জাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৩০)

মাছের জন্যে পানি

জিহাদি তানজীমের জন্যে জনগণ হচ্ছে মাছের জন্যে পানির মতন। সুতরাং যেই আন্দোলন জনসাপোর্ট হারিয়ে ফেলবে ... ধারাবাহিক ভাবে তার প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হতে থাকবে ফলে সেই জামাত একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

"এবোটাবাদের পত্রসমূহ"

- শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৩১)

আহবান ... কে সাড়া দিবে ?

যে শুধু নিজেকে নিয়েই থাকে সে অনেক আরামেই জীবনযাপন করে, কিন্তু সে বাঁচে অপদস্থ হয়ে এবং মরেও ছোট হয়ে। কিন্তু বড় সেই যে মহান দ্বায়িত্ব বহন

করে। সে আল্লাহ তায়ালার ও বড়দের দৃষ্টিতে বড় হয়েই বাঁচে এবং সম্মানের সাথেই মারা যায়। তার কর্ম ও আলোচনা চিরকাল রয়ে যায়।

মৃত্যুর আগেই যার পক্ষে একটা হকের চারা রোপণ সম্ভব সে যেন তা করে ফেলে। যে কৃপণতা করবে সে নিজের উপরেই কৃপণতা করল। যখন জুলুমের আধার কেটে ভোর উদিত হবে, উম্মাহ তখন সেই গাছের নির্মল বায়ুর প্রশংসা করবে।

- শাইখ আবুল হাসান আল বুলাইদী

#an_noor (৩২)

বিজয় আসার সঠিক পথ

স্বাভাবিকভাবে বিজয় আসার মাধ্যম অনেক। তার মধ্যে কিছু আছে অপারগতার বিপরীত, কিছু আছে অলসতার বিপরীত। একটা আরেকটার মত নয়। বিজয় আসার কিছু মাধ্যমের বিরোধীগুলো আমাদের মধ্যে উপস্থিত। যেমন অজ্ঞতা ও খারাপ পরিচলনা। সুতরাং দোয়ার জবাব তখনই পাওয়া যাবে যখন তার পাত্র প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু যখন বিপরীত জিনিস পাওয়া যাবে তখন জবাব আসা হবে সুন্নাহ বিরোধী। তাই সবাই যাতে বিজয়ের বিপরীত কারণগুলো খুঁজে বের করে এবং এটাকে দোয়া কবুল না হওয়ার সাথে মিলিয়ে না ফেলে। নিশ্চয় ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজ।

কিতাব - মা'আ সিবগাতাল্লাহিস সামাদ

- শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তীনী

#an_noor (৩৩)

লাঞ্ছনার একমাত্র কারণ ...

কাফেররা আমাদের ভূমি উপর আধিপত্য কায়েম করতে পেরেছে শুধুমাত্র আমাদের দ্বীন তথা জিহাদকে ত্যাগ করা ফলেই, আর এটাই একমাত্র কারন। যে কোন জাতি যুদ্ধ ও কিতাল ছেড়ে দিবে, সে অবশ্যই অপদস্থ হবে। সে মুসলিম হোক বা কাফের। আমরাও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ফলেই অপদস্থ হয়েছি। অন্যারা যত কারণই বলুক, সবই এটার জিহাদের অনুগত।

শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তীনি হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৩৪)

লড়াই একমাত্র তাওহীদের উপর

মুসলিম ও আমেরিকার মাঝে বর্তমানে লড়াই কেবল মাত্র পেট্রোলের যুদ্ধ নয় বা জলপথে বাধ ও দখলের নয়, অথবা কোন জমিন বা সমুদ্র সীমায় আধিপত্য বিস্তারের জন্যে নয় এবং শুধু ফিলিস্তিন, ইরাক অথবা আফগানিস্তানের মাঝে নয়। এটা সত্য যে এগুলোও যুদ্ধের উদ্দ্যেশ্যে বিদ্যমান। কিন্তু লড়াইয়ের মূল উদ্দ্যেশ্য ও ভিত্তি হচ্ছে, ইহা তাওহীদের উপর এক মহা যুদ্ধ।

- শায়েখ আনোয়ার আওলাকী (রহ)

#an_noor (৩৫)

নিফাকীর প্রভাব থেকে বাঁচা

আল্লাহর রাসূল তাদের মাঝে ছিলেন, আর তিনিই ছিলেন কথা, হেদায়াত ও প্রথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে হকের পূর্নমাধ্যম। তা সত্যেও তখন নেফাকী বিদ্ধমান ছিল, আর অন্তরের ব্যধিগ্রস্থরা তাদের কথাতেই প্রভাবিত হয়েছে এবং অনুসরণ করেছিল। রাসূলের এত স্পষ্ট হেদায়াত ও প্রতিশ্রুতির অনুসরণ করেনি।

এটা মুজাহিদদের জন্যে শিক্ষা যেন তারা বিরোধীদের কথা শ্রবন না করে। এবং তাদের কথা ও কাজে দুঃখিত না হওয়াও আবশ্যক।

- শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৩৬)

তাওহীদ ও উম্মাহর ঐক্য

যদি উম্মাহ তাওহিদ যথাযথ ভাবে বুঝত তাহলে অবশ্যই সকলে তাওহিদের উপরে একত্রিত হত, কেননা তাওহিদ সকল মতানৈক্যগুলো কে সহজ করে দেয় ও মিটিয়ে ফেলে।

যখন তুমি দেখবে উম্মাহ সাধারণ (ফুরূয়ী) বিষয় নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি জেনে নাও তারা তাওহিদে মুল্য কিছুই বুঝতে পারেনি।

- শাইখ আব্দুল আযিয ত্বারীফি ফাক্কাল্লাহু আসরাহ

#an_noor (৩৭)

কে আছ বন্দীদের জন্যে ?

নিশ্চয় বন্দীদের জন্যে রয়েছে অঢেল প্রতিদান যতক্ষন পর্যন্ত তারা ধৈর্য্যের সাথে অটল ও স্থির থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (কোন হিসাব ছাড়াই ধৈর্যশীলদের প্রতিদান পরিপূর্ন করে দেওয়া হবে - যুমার -১০)

তারা তাদের সাধ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, ফলে তাদের থেকে সেই দায়িত্বের বোঝা নেমে গেছে যা জিহাদ তরক'কারীরা রেখে দিয়েছে আর মুজাহিদরা গ্রহন করে নিয়েছেন। বন্দীরা অতিক্রম করে আসা জিহাদী পথের স্বভাব বুঝে গিয়েছে, যে কষ্ট ও বিপদ এই পথের জন্যে আবশ্যক। সে জন্যেই তারা নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আমরা মুসলিমদের অবস্থা কি? আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছি? এই বন্দীদের জন্যে কি করেছি যারা আমাদের বিজয়ের জন্য লড়েছেন, আমাদের থেকে শত্রুদেরকে প্রতিহত করেছেন ও আমাদের দ্বীন-দুনিয়ার রক্ষার জন্যে বিলীন হয়ে গেছেন ?!

প্রবন্ধঃ বন্দীরা আমাদের নিকট আমানত

কমান্ডার আঃ আজিজ মুক্করিন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৩৮)

আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে ?!

কত মাজলুমকে জেলখানায় আবদ্ধ রেখেছ ! আল্লাহর কত বন্ধুকে তোমরা হত্যা করেছ ! কত সৎ ব্যক্তিকে তোমরা হামলা করেছ ! কত তাগুতকে প্রিয়তম রুপে গ্রহন করেছ ! কত যে বিধান তোমরা নিষিদ্ধ করেছ ! কত কাফেরকে সহযোগীতা করেছ ! আর কত মুশরিককে তোমরা রক্ষা করেছ ! ইসলাম ধংসাকারী এমন কিছু কি আছে যাতে তোমরা লিপ্ত হও নি ?!

তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তার বন্ধুদেরকে সাহয্য করা ও শত্রুদের কে নিঃশ্বেষ করার দ্বায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহই কাফেরদেরকে বেষ্টন কারী। তিনি বলেছেনঃ (যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায়ের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহুর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না। নাহল (৬১)

কিতাবঃ আল্লাহ কাফেরদেরকে বেষ্টন কারী

- শায়েখ হামাদ আল হুমাইদী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৩৯)

বিপদ আসা ঐচ্ছিক নাকি আবশ্যক?

দ্বীনের পথে বিপদ ও পরীক্ষা সমূহের ব্যাপারে এ ধারনা রাখা ঠিক নয় যে, প্রত্যেক যুগে এটি রুখসত-আজিমত তথা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ছিল- যে তা পালন করবে, বড় সওয়াবের মালিক হবে। আর যে তা করবে না, তাতে ইমানের কোন ক্ষতি হবে না। বরং কখনো কখনো এ বিপদ ও পরীক্ষা সমূহ দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়ও হতে পারে। এটি যুগ-যুগান্তরে চলে আসা আল্লাহর একটি অমোঘ বিধান।

কিতাব: ধংসের প্রান্তে গনতন্ত্র

- আমীর আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৪০)

ফিলিস্তিনকে ফিরিয়ে আনা ঈমানের অংশ

যদিও আমরা কঠিন সীমান্ত, নিষেধাজ্ঞা, শিকল ও বেড়ি দ্বারা সজ্জিত কারাগারের কারণে ফিলিস্তিনের জিহাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তার অর্থ এটা নয় যে, আমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি। আমরা আকসার ভূমিকে ভুলি নাই। ফিলিস্তিনকে ফিরিয়ে আনা আমাদের ঈমানের অংশ। যা আমাদের অস্তিত্বে প্রবাহিত হয়।

আমরা আল্লাহকে স্বরন করি নি যদি ফিলিস্তিনকে স্বরন না করি।

শায়েখ ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ)

#an_noor (৪১)

জিহাদের কাজ অবনতির কারণ

আল্লাহ তা'য়ালার তাওফিকের স্বল্পতা ও মুজাহিদদের অবস্থার অধঃপতন যতই হবে, ততই বুঝতে হবে যে, এ পরিমান যুদ্ধের কাজে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোথাও শরিয়াবিরোধী বা আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কোন কাজ হচ্ছে। অথবা সেটিকে এভাবে বলতে পারেন যে, কিতালের কাজকে যতই ইখলাসের সাথে এবং নবীজীর সুন্নাহ মতে করা যাবে, আল্লাহর তাওফিক, মুজাহিদীন ও জিহাদি দলের অবস্থা ততই ভালো হবে। তেমনি মুজাহিদ এর সম্পর্ক আপন পালন কর্তার সাথে যত সুদৃঢ় হবে, তার তাওফিক ও পথনির্দেশনাও ততই তাদের সাথে থাকবে। এমনকি আকন্ঠ নিমজ্জিত ফেতনাকালেও তাদের অন্তর সত্যপথে অটুট থাকবে। এটি মুজাহিদদের জন্য রিজার্ভ।

কিতাব: ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গণতন্ত্র

আমীর আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৪২)

লড়াইয়ের বাস্তবতা

বাস্তব বিষয় হচ্ছে বর্তমানে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। আর তা শুধু শাসকের সাথেই নয়, বরং তাদের সাহায্যকারী ও সহযোগী আর্মি, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সাথেও যাদেরকে আল্লাহ্ পেরেকের সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ (আর পেরেক বিশিষ্ট ফেরাউন - (ফাজর ১০) ত্ববারী রঃ তাফসীরে বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলছেনঃ আপনি দেখেন নি যে আপনার রব 'পেরেক' বিশিষ্ট ফেরাউনের সাথে কি করেছেন? এখানে মতভেদ রয়েছে যে, ফেরাউনকে কেন পেরেক বিশিষ্ট বলা হল? কতক বলেনঃ সৈন্যদল বেষ্টিত যারা ফেরাউনের ক্ষমতা কে রক্ষা করছে। এবং এখানে 'আওতাদ' দ্বারা সেনাদল উদ্দ্যেশ্য।

- আজিবু দায়ী আল্লাহ

শায়েখ আবু মুস'আব যারকাবী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৪৩)

জিহাদের পথে ইখলাস

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হচ্ছে, তাঁর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান ও ফরজ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উচু স্তরে। আল্লাহ্ তায়ালা নিয়্যত ছাড়া কোন ইবাদত কবুল করেন

না। নিশ্চই যে মহা প্রতিদান আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য রেখেছেন তা অন্য কোন আবেদের জন্যে রাখেন নি।

এই প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর জন্যে খালেস নিয়্যতকারীর উপরেই বর্তাবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা দুইটি শর্ত ছাড়া কোন আমল গ্রহন করেন নাঃ

নিয়্যত খালেস হতে হবে - সত্য নিয়্যত - একমাত্র আল্লাহর জন্যেই।

সঠিকভাবে আদায় করা - শরীয়তের বিধান মোতাবেক হওয়া।

- ই'লানুল জিহাদ

শায়েখ ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৪৪)

কঠিন শিক্ষা

আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় ও পেন্টাগন তাদের সমস্ত ব্যর্থ আক্রমণগুলোতে ক্ষতির পরিমানকে গোপন করে রেখেছে। যার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদরা তাদেরকে ধুলিস্‌সাৎ করে দিয়েছেন এবং কঠিন শিক্ষা দিয়েছেন। মুজাহিদদের কম সংখ্যা ও সামান্য সরঞ্জাম সত্যেও আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে বন্ধন সৃষ্টি করেছেন, পদক্ষেপ দৃঢ় করে দিয়েছেন, টার্গেট যথাযথ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা সত্যই বলেছেনঃ (তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। (আনফাল-২০)

- ইয়ামানের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে আমেরিকার প্রতি বার্তা

শায়খ নসর বিন আলী আল আনাসী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৪৫)

নিরপেক্ষতা কাদের থেকে?!

দ্বীনকে পরাজিত দেখেও বাতিলের বিরুদ্ধে কিতাল না করা, কুফরের গোলামী করে প্রান বাচিঁয়ে ফেলাকে কোন অভিধানে 'বিজয়' বলা হয়েছে? নিজের বাড়ি বাচাঁতে মুসলমানের ঘর ধ্বংস হতে দেখেও দর্শক হয়ে বসে থাকা কোথাকার ভদ্রতা? যখন মুমিনগন ইসলামের জন্য আর কাফেররা কুফরী নেজাম বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ করছে, তখন নিজেকে যুদ্ধের কাতার থেকে আলাদা করে যদি মনে হয় যে, আমি তো নিরপেক্ষ, তখন প্রশ্ন হয়- আপনি কোন দল থেকে নিরপেক্ষ হয়েছেন? ইসলাম থেকে? যার জন্য প্রান দেওয়া আপনার উপর ফরয ছিল! কোরআন থেকে? যার জন্যে সবকিছু কোরবানীর আদেশ ছিল! আপনি তো নিরপেক্ষ হয়েছেন যেন কাফেররা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে পড়ে!!!

- ধ্বংসের প্রান্তে গণতন্ত্র

আমীর আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৪৬)

আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারীর মর্যাদা

হে প্রিয় ভাই, জেনে রাখ তুমি এত মহা কল্যানের উপর রয়েছ যে, তুমি উহার (পাহারাদারী) মহত্ব ও মর্যাদা পূর্নভাবে অর্জন করতে সক্ষম হবে না, তবে আল্লাহ

তায়ালা দৃঢ়তা, ক্ষমা ও হেদায়াত বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহর কসম, তোমাকে এই জমানায় সমস্ত মুসলমানদের থেকে নির্বাচন করে রিবাতে এনেছেন এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না। অতঃপর তোমাকে তায়েফায়ে মানছুরার মাঝে সারিবদ্ধ করেছেন, যাতে দুশমনদের অন্তরে বিদ্ধ হতে পার। তুমি তাদেরকে সন্ত্রস্ত করেছ যাতে তারা তোমাকে ভয় পায়। এবং আল্লাহর হুকুম পালন, দ্বীনের সহযোগীতা ও সম্মানিত করার আশা ও অপদস্থতা থেকে বাচার ভয়ে তোমার জান, মাল, সময় সব কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় করছ।

- রিবাতের পথে আস

শাইখ আব্দুল্লাহ আল রুশুদ রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৪৭)

ত্বাগুত জালেমরা দূর্বল উম্মাহকে আক্রমন করছে

ইসলামী বিশ্বের দৈর্ঘ-প্রস্থে যে দিকেই মনোনিবেশন করি, একই ঘটনা দেখি। স্বৈরাচারী ত্বাগুত, জালেম সম্প্রদায় দূর্বল উম্মাহকে পাকরাও করছে ও তাদের কে লাণ্ছিত ও অপদস্থ করছে। ওহে মুরতাদ সৈনিক, এগুলো সব তোমার মাধ্যমেই ঘটছে, তোমার দ্বারাই আহলে ইসলামের মর্যাদা ও ইজ্জতকে পদদলিত করছে, নিরপরাধকে ভীতি প্রদর্শন আর তোমার মুক্ত তরবারীর দ্বারাই হত্যা করা হচ্ছে।

- শত্রুদের প্রতিহত করা

শায়েখ আবু মুসয়াব যারকাবী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৪৮)

ইমাম মাহদী প্রতীক্ষিত নয়

ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীস সহীহ। তিনি জন্ম নিবেন। তবে সেটা কবে ও কোথায় এ ব্যাপারে কিছু বর্ণিত নেই। 'মুনতাযার' (প্রতীক্ষিত) বলে তাঁর কোনো নাম নেই। কারণ আমরা কারো অপেক্ষায় কাজ করা বন্ধ রাখি না। এখন যে কুরআন অনুযায়ী আমরা কাজ করি, ইমাম মাহদী, ঈসা (আলাইহিসসালাম) ও তাঁদের সঙ্গীরাও সেই কুরআন অনুযায়ীই কাজ করবেন"

শাইখ আব্দুল আযীয আত-তারেফী

#an_noor (৪৯)

জিহাদের প্রভাব

জিহাদের প্রেরনাশক্তি এবং আন্দোলন ঈমানী দৃঢ়তা অনুযায়ী পরিবেশকে সঠিক করে দেয়। সুতরাং যখন হীনমন্য ও অপদস্থ জাতির মাঝে জিহাদের প্রান ও প্রেরনা সঞ্চালন হবে,তখন জিহাদের মাধ্যমে লাঞ্চনা পরিবর্তন হবে ইজ্জতে, অপদস্থতা পরিণত হবে সম্মানও মর্যাদায়। সম্মান ও সফলতা বিশিষ্ট কোন জাতির অস্তিত্বই সম্ভব নয় যাদের মধ্যে জিহাদের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা নেই। যার প্রেরণা তার প্রত্যেক শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হবে।

শায়েখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি (হাঃ)

#an_noor (৫০)

পশ্চিমা আধুনিকায়ন

অনেকেই পশ্চিমাদের আধুনিক প্রযুক্তি আর নানান বস্তুবাদী জীবন উপকরণ দেখে মুগ্ধ হয়। নিজেদেরকে পশ্চিমা আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় নিতে গিয়ে একসময় তারা দ্বীন ইসলামকেও তাদের মত করে বানিয়ে নিতে চান। কিন্তু কলকারখানার পশ্চিমাকরণ আর দ্বীন ও নৈতিকতার পশ্চিমাকরণের পার্থক্য বুঝতে হবে। বুদ্ধিমান লোক তো পশুপাখির থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু কুকুরের কাছ থেকে আপনি বিশ্বস্ততা শিখতে পারেন, ঘেউ ঘেউ করা না। ঈগলের কাছে আকাশযানের মূলনীতি শিখতে পারেন, লাশভক্ষণ না।'

.-শাইখ আব্দুল আযীয আত-তারেফী

#an_noor (৫১)

কেমন হবে দ্বীন রক্ষার রিবাত্ব !

যদি কষ্টের মধ্যে ভাল ভাবে অযু করা, মাসজিদের দিকে বেশি পদক্ষেপ ফেলা, নামাজের পর আরেক নামাজের অপেক্ষা করা রিবাত্ব বলে গন্য হয়। যেগুলোর ব্যপারে রাসূল আলাইহিস সালাম রিবাত্ব হিসেবে আলোচনা করে গেছেন, যেমনটা ইমাম মুসলিম বর্ননা করেছেন। তাহলে দ্বীনকে রক্ষার জন্য রিবাত্ব, তাগুতদের সম্মুখ্যে হক্কের উপর দৃঢ় থাকা এবং তাদের ভ্রান্তি ও কুফুরের বিরোদ্ধ্যে অবস্থান করার কষ্ট কি পরিমাণ করতে হবে ?!

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদেসী হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৫২)

অবশ্যই শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়ে মূল লক্ষকে ভুলে যাবো না ও বর্তমানকে অতীতের সাথে মিলিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হব না। এবং আবশ্যক হচ্ছে আমরা শরীয়াহ কায়েমের জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করে যাবো, যা শুধু মুসলমানদের নয় বরং সমস্ত মানুষের অধিকার আদায়ের দায়িত্ব নিবে। এই শরিয়াহ ব্যবস্থ যা নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা, উম্মাহর ভূমিতে তাদের নেতৃত্ব, ইসলামী বিধান দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে ইনসাফকে বাস্তবায়ন করবে। এবং তা শাষকের স্বৈরাচার থেকে মুক্ত থাকবে ও ভালকাজে নির্দেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের দায়িত্ব নিবে।

- সাক্ষাৎকার

শায়েখ নসর বিন আলী আল আনসী - রাহিমাহুল্লাহ -

#an_noor (৫৩)

আল্লাহ জুলুমকে হারাম করে দিয়েছেন

আল্লাহর শরীয়াহ ব্যবস্থা আমাদের দ্বীন, জান, বুদ্ধি, সম্মান, সম্পদ রক্ষা করে এবং মানুষের অধিকার সমূহকে সংরক্ষন করে। এ জন্যেই আল্লাহর সংবিধান জুলুম, অন্যের সম্পদ লুন্ঠন এবং মুসলমানদের সম্মান হরণ ও ভূমির দখলকে বেআইনী ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। ইমাম মুসলিম আবু যর (রাঃ) এর সনদে রাসূল আলাইহি সালাম থেকে হাদীস বর্ননা করেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন; হে আমার বান্দারা, আমি আমার নিজের উপর জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের উপরে তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছি, তাই তোমরা পরস্পর জুলুম করো না।

- ইস্তিজাবাহ লি শারয়ীল্লাহ

শায়েখ আদেল বিন আঃ আব্বাব (রহঃ)

#an_noor (৫৪)

" শাহাদাত "

যখনই আমার কাছে কোন শহীদের সংবাদ আসে, নিজে অনেক ছোট মনে হয়। এবং চিন্তা করি, যদি আমি সেই অবস্থানে পৌছতে পারতাম তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাকেও শাহাদাত দান করতেন। এতদসত্বেও আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে আশাবাদী যেন তিনি আমাদের অপরাধ ও ক্রুটির কারণে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করা থেকে যেন বঞ্চিত না করেন।

- স্বরনিকা থেকে

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম - রাহিমাহুল্লাহ -

#an_noor (৫৫)

মুজাহিদদের রক্ত

আমাদের ও মুজাহিদ ভাইদের রক্ত হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিষ। যে তা আস্বাদন করবে, সে যেন নিজের উপর চার তাকবির পাঠ করে নেয় (জানাজা)। আমরা তাদের প্রতি জুলুম করি নি বরং তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে।

মুজাহিদদের জন্যে সবচেয়ে কঠিন বিষয় হচ্ছে জুলুম। তাই তারা কখনো জুলুম করে না এবং নিজেদের উপর জুলুমকে সহ্য করে না।

শাইখ কাসেম আর রীমী হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৫৬)

যে হাতিয়ারকে কলমের সাথে একত্র করে

যারা হাতিয়ারকে কলমের সাথে, বুলেটকে নিবের সাথে, যুদ্ধকে ইলম, দাওয়াত, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের সাথে একত্রিত করেন, সন্দেহ নেই যে তারাই তায়েফা মানসুরার ভিত্তি, কমান্ডার, নীতিনির্ধারক ও মুজাহিদদের আলেম ও দায়ীগণ। সন্দেহাতীত ভাবেই তারা মুজাহিদদের মাঝে মর্যাদার দিক দিয়ে অগ্রগামী। মহা ক্ষমতাধর আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি যিনি যাকে ইচ্ছা দয়া ও অনুগ্রহ করেন; যাতে দুনিয়া ও আখেরাতে তার হাবিব আলাইহিস সালামের পতাকা তলে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত ও সাথী হিসেবে কবুল করেন।

- যাহিরুনা আলাল হাক্ব

শাইখ আবু মুসয়াব সূরী ফাক্কাল্লাহু আসরাহ

#an_noor (৫৭)

যে কাঁটা রোপন করে

ওহে নির্বোধ আমেরিকান গোষ্ঠি, এই দুশমনির রাজত্ব তোদেরকে পতন ও অতল গহব্বরের দিকেই ধাবিত করছে। অথচ তোরা এই ধ্বংস ও বিনাশের জন্য চিৎকার ও হাত তালি দিচ্ছিস। তোদের এই নেশাগ্রস্থতা থেকে ততদিন চেতনা ফিরে

আসবেনা যে পর্যন্ত না শরনার্থী শিবিরের দিকে অগ্রসর হও, যদি শরনার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হয় আরকি !

যে কাঁটা বপন করে সে আংগুর ফলের আশা করতে পারেনা।

- বিজয়ের সুসংবাদ

শাইখ নাসির আল উহাইশী - রাহিমাহুল্লাহ -

#an_noor (৫৮)

মুজাহিদদের প্রতি চিঠি

মুজাহিদদেরকে বলবোঃ তোমাদের একমাত্র লক্ষ হচ্ছে আল্লাহর জমিনের আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলমানদের ভূমি থেকে কুফ্ফারদের কি তাড়িয়ে দেয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়)। তাদের উপর ধারাবাহিক আক্রমন করতে থাকো ও জোরদার ভাবে হামলা করো। তাদের আরাম-আয়েশকে বিনষ্ট করে দাও, তাদের জন্য পথে-ঘাটে ওঁৎ বসে থাকো, ঘাটিগুলোতে অতর্কিত হামলা কর, রসদের পথ বন্ধ করে দাও এবং ইসতেশহাদী হামলার মাধ্যমে তাদেরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে নিঃশেষ করে দাও।

শাইখ মোখতার আবু জোবায়ের রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৫৯)

শারীরিক প্রস্তুতি

যে যুদ্ধের গভীরতা সম্পর্কে অবগত এবং জিহাদের ময়দানে অবতরন করেছে; সে বুঝবে যে, শারীরিক শক্তি ও উচ্চ দক্ষতা হচ্ছে আল্লাহর শত্রুকে হামলা, আক্রমণ-পলায়ন এবং দুর্বল করে দেয়ার কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুজাহিদদের ক্ষমতার ভিত্তি সমূহের মৌলিক ভিত্তি। এটা কল্পনা করা যায় না যে, একজন স্থুলকায় অল্প দক্ষতার ব্যক্তি সঠিকভাবে যুদ্ধ কৌশল ব্যবহার করতে পারবে। আল্লাহর উপর সর্বোত্তম তাওয়াক্কুল হচ্ছে কাজের জন্যে নিজের সমস্ত মাধ্যম ও চেষ্টাকে ব্যয় করা। যা ছাড়া ওয়াজিব আদায় হয়না তাও ওয়াজিব।

শাইখ ইউসুফ আল উওয়াইরী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৬০)

আল্লাহর স্বরনে অন্তর কি ভীত ?

আমি সর্বদাই নিজেকে এই প্রশ্ন করি, যখনই আল্লাহ তায়ালার আলোচনা হয় আমার অন্তর কি ভীত থাকে? (যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। (৮:২) যখন আল্লাহর আলোচনা হয় তখন কি আমি ভয় পাই, ভীত হই, শংকিত অনুভব করি? যখন আল্লাহর আয়াত আমার নিকট তেলাওয়াত করা হয় তখন কি আমার ঈমান বৃদ্ধি হয়? আমি কি আল্লাহর উপর পূর্ন তাওয়াক্কুল বা ভরসা করি? আমি কি সালাত কায়েম কারীদের অঅন্তর্ভুক্ত? আমার কি আল্লাহর রাস্তায় মাল ব্যয় করা হয়? আমি কি সাদাকাকারীদের মধ্যে শামিল রয়েছি?

- আত্বশূদ্ধি মূলক ভাবনা

- শাইখ হারেস আন নাজ্জারী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৬১)

নিশ্চয় সফলতা মুমিনদের জন্যে

বর্তমান সময় হচ্ছে ক্ষমতার পালাবদলের। কখনো কাফেরদের উপর মুসলমানের ক্ষমতা আসে, আবার কখন মুসলমানের উপর কাফেরদের ক্ষমতা আসে। তবে কখনোই বিজয় সর্বদা এক দলের সাথে আবদ্ধ থাকে না। তবে নিশ্চিত রূপে বিজয়ের সর্বশেষ পালা মুমিনদের জন্যই হয়ে থাকে। (আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব (৫৮:২১)।

সত্যিকার মুমিন ও নিষ্ঠাবান মুজাহিদ আল্লাহর শরিয়াতের অর্ধেক ইবাদত করেনা এবং প্রথম ধাক্কায় পরাজিত হয় না। প্রথম পরীক্ষা ও বিপদের পালায় তাদের দৃঢ় সংকল্প দূর্বল হয়না। বরং তা হচ্ছে এই দুনিয়ায় আল্লাহর তায়ালার সুন্নাহ। এক দিন তোমার পক্ষে অন্য দিন তোমার বিপক্ষে।

- তরবারির ছায়া তলে

- শাইখ সুলাইমান আবুল গাইছ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ

#an_noor (৬২)

ইসলামের লড়াইয়ের বাস্তবতা

এই যুদ্ধ হচ্ছে হক্ব ও বাতেলের মাঝে, তাওহীদ এবং কুফুরের মাঝে, ইসলামের সৈনিক এবং ত্বাগুতের সৈনিক ও পশ্চিমা বস্তুবাদী নাস্তিক যারা ইসালামকে অস্বিকার করে তাদের দোসরদের সাথে। এই সংগ্রাম ঐ সমস্ত পূতপবিত্র মাজলুমদের যারা নিজেদের ভূমিতে স্বাধীন হয়ে আল্লাহর জমিনে তারই নির্দেশ

অনুজায়ী শাষন করে তার ইবাদাত করার আধিকার প্রত্যাশী এবং সৈরাচার সীমালংঘনকারী জালেম সম্প্রদায়ের মাঝে যারা পাগল, পাপী ও খেয়ানত কারী গোষ্ঠী। সুতরাং বর্তমান লড়াই একে বারে সুস্পষ্ট, সে ব্যতিত যারা দৃষ্টিকে আল্লাহ ঢেকে দিয়েছেন।

- শাইখ আতিয়াতুল্লাহ লীবি রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৬৩)

হে দক্ষিনের অধিবাসীগণ

হে জাযিরাতুল আরবের দক্ষিনের অধিবাসীগণ, তোমাদের শহর ইসলামী বিশ্বের মাঝে অবস্থিত। যাতে রয়েছে মুসলমানদের কেবলা, মক্কা এবং মদিনা। যাকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী সমুদ্র ও গুরুত্বপূর্ন নৌরুট বেষ্টন করে রেখেছে এবং রয়েছে সবচেয়ে বড় পেট্রোলের ভান্ডার। সুতরাং তুমি কি সন্তুষ্ট যে, ক্রুসেডার ও তার এজেন্টরা তোমাদের ভূমিতে আধিপত্য করবে? তোমাদের সম্পদ ও ফসলকে লুটতরাজ করে নিবে? আর তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে? কত কাল তোমরা এই জুলুমেও চুপ থাকবে? এবং কত কাল তোমাদের সন্তান ও স্ত্রীগন জাজিরাতুল আরবের ত্বাগুতদের জেলখানায় আবদ্ধ থাকবে?

শাইখ ফারেছ আজ-জাহরানী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৬৪)

জামাত তার মানহাযে প্রতিষ্ঠিত

জামাত এমন মানহাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোন ব্যক্তিদের জীবন এবং মৃত্যুতে পরিবর্তন হয়না। এই বৈশিষ্টেই আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদেরকে প্রথম যুগে দ্বিতীয় যুদ্ধ উহুদ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ দ্বিতীয় লড়াই উহুদে আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদেরকে ইহাই শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হল এবং তা সৈন্যদলের মাঝে ছড়িয়ে পরল, তখন আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদেরকে স্পষ্ট ভাবে শিক্ষা দিলেন (আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে?) তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, যাতে দাওয়াতের কার্যকমকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার দাওয়াত এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময় সম্পুর্ন হয়েছে, যার ইলম ও হিকমত একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই। তিনি মিত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু মানহাজ বাকী থাকবে এবং তার দায়িত্ব এমন ব্যক্তিরা গ্রহন করবেন যাদেরকে আল্লাহ অশেষ করুনায় তাওফীক দান করেছেন।

- শায়েখ আবু সুফিয়ান আযদী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৬৫)

মুরতাদ ও কাফেরের গোলাম

প্রত্যেক ধর্মালম্বী চাই সে হক্ক হোক বা বাতেল। অত্যাবশ্যকীয় হচ্ছে তার কাছে এমন অস্ত্রভাণ্ডার থাকা যার দ্বারা সে তার মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এটা কিভাবে সম্ভব যে সে মুরতাদ শাসক ও সৈন্যদেরকে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত দেখেও শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা করবে! এটা হচ্ছে সবচেয়ে ধ্বংসাত্বক চিন্তা এবং হক্ক প্রতিষ্ঠা থেকে ব্যর্থ বা নিরাশ হওয়া। আমরা এখানে এমন কোন শাসক নিয়ে আলোচনা করছি না যার মাঝে সামান্য ফিসক বা জুলুম রয়েছে। আমরা আলোচনা করছি মুরতাদ ও কাফেরের গোলামদের নিয়ে।

প্রথম পত্র - মুসলমান ও বিশেষ ভাবে আরবদের প্রতি

- শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৬৬)

কখনোই সাহায্যপ্রাপ্ত হবো না ..

নিশ্চই আমরা এক মহা যুদ্ধ ক্ষেত্রে রয়েছি। এখানে সর্ব প্রথম কৌশল হচ্ছে, আমাদের উপর আবশ্যক যুদ্ধের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। যদি বাস্তবেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাতের আশা ও শরীয়তের সাহায্যের ইচ্ছা করে থাকি তাহলে যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানিত্বের সীমার ভিতরে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তিকে একত্র করা আবশ্যক, ইসলামের গন্ডির আওতাভুক্ত কোন মত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া ব্যতিত। কেননা মুসলিমার উম্মাহর শক্তি একত্র করা ব্যতিত এই লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

- শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৬৭)

কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলবে

হে কুফফার! তোরা কোন ব্যক্তি তো নয়ই, কোন দল বা তানজিমের সাথেও যুদ্ধ করছিস না। বরং তোরা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করছিস যার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন (নিশ্চয়ই আমিই কোরআন নাযিল করেছি আর আমিই তার হেফাজত করব)।সুতরাং জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।কারো মৃত্যুর

দ্বারা ধ্বংস আর কারো জীবিত হওয়ার দ্বারা চালু হবে না। আমাদের থেকে যাকে হত্যা করা হয় সে শহিদ বলে গন্য হবে। আর প্রত্যেক শহিদের রক্তের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা একের পর এক অনেক দলকে জীবিত করেন। আর আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নিখোঁজ মুজাহিদের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা অগণিত ইসলামী ঘোড়সাওয়ার প্রস্তুত করে দেন।

- শাইখ কাসেম আর রীমী হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৬৮)

বর্তমান জিহাদে সফলতার সুসংবাদ

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী জিহাদ অতি নিকটবর্তি বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছে, ইনশাআল্লাহ। আর ইহা আল্লাহর ইচ্ছায় জিহাদের সব ময়দানে তাওহীদের দাওয়াত প্রচার ও তাওহীদের পতাকা উড্ডয়নের মাধ্যমে এবং মুজাহিদ দলের নেতা ও কমান্ডারদের মধ্যে দুরদর্শিতা, ফিকাহ ও সঠিক বুঝের প্রসারের মাধ্যেই তা হচ্ছে। এখন প্রতিদিনই আমরা এমন খবর শুনি যা আমাদের আনন্দিত, উৎফুল্ল করে, অন্তরকে প্রশস্ত করে এবং অতি নিকটবর্তি বিজয়, সাহায্য এবং তামকিনের সুসংবাদ দেয়। এবং শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণ অথবা কিছু ফ্রন্টে মুজাহিদদের উপর তাদের কতৃর্ত্ব লাভ বা মুজাহিদদের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া সুসংবাদের কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করবে না।

শাইখ আবু মুহাম্মদ মাক্বদেসী হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৬৯)

সতর্কতা আবশ্যক ...

ঐ সমস্ত দাজ্জালদের থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক যারা ভিবিন্ন রাজনৈতিক ইসলামী দল বা জামাতের লেবাসে কথা বলে এবং মানুষকে স্পষ্ট ধর্মত্যাগে অংশগ্রহণে উদ্ভুদ্ব করে। যদি তারা সত্যনিষ্ঠ হতো তাহলে আল্লাহর দ্বীনকে একমাত্র তার জন্যেই পালন ও মুরতাদ শাষক থেকে মুক্তি পাওয়াই হত রাত-দিনের একমাত্র চিন্তা। এবং আমেরিকা এবং তাদের মিত্রদের সাথে জিহাদ করার প্রতি মানুষকে প্রেরনা জোগাতো। এতে যদি তারা অক্ষম হয়ে যেত, তাহলে অবশ্যই অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতো এবং মুরতাদদের ভিবিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অথবা তাদের কুফুরী মজলিসে বসা থেকে বেচে থাকতো।

- শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৭০)

সাহায্য অবতরণ ...

ইহাই আল্লাহ তায়ালার রীতি; অপশক্তির বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়া এবং কাফের সংঘগুলোর সাথে সংগ্রাম করা আবশ্যক। কেননা জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ব্যতীত মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন থেকে উন্নতি সম্ভব নয় যাতে সে এখন পতিত রয়েছে। এই দ্বীন আমাদের ভূমিতে কখনো তার শিকড় ছড়াবে না যতক্ষন উম্মাহ তার সন্তানদের রক্ত দ্বারা তাকে সিঞ্চিত করবে না, যেভাবে পূর্ববর্তীগন তাকে সিক্ত করেছেন।এবং পূর্ববর্তীগণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন আমাদের জন্যে কায়েম হবেনা যতক্ষন না আমরা তাদের মত বিসর্জন দিব।

- শায়েখ আবু মুসয়াব যারকাবি রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৭১)

মুমিনদের পরস্পর বন্ধুত্ব

মুমিনের সাথে বন্ধুত্ব আবশ্যক যদিও সে তোমার প্রতি অবিচার ও সীমালংঘন করে। আর কাফেরের সাথে শত্রুতা আবশ্যক যদি ও সে তোমাকে সম্পদ দেয় ও সদাচরন করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা নবী আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন যাতে পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং মহব্বত একমাত্র আল্লাহর বন্ধুদের জন্য আর শত্রুতা তাঁর শত্রুদের জন্য। সম্মান তার বন্ধুদের এবং লাঞ্ছনা তার শত্রুদের জন্য। প্রতিদান তার বন্ধুদের এবং শাস্তি তার শত্রুর জন্য। অতএব যখন কোন ব্যক্তির মাঝে ভাল-খারাপ, অবাধ্যতা-আনুগত্য, অপরাধ, সুনাহ ও বিদ'য়াহ একত্রিত হবে তখন সে কল্যান অনুযায়ী বন্ধুত্ব ও প্রতিদান প্রাপ্ত হবে এবং অবাধ্যতা অনুযায়ী দুশমনী ও শাস্তির উপযোগী হবে।

- শায়েখ আইমান জাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

#an_noor (৭২)

আমরা সু-সংবাদ প্রাপ্ত দল

প্রত্যেক অবস্থাতেই আমরা সুসংবাদ প্রাপ্ত, ইমারা প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমরা সঠিক পথের উপর চলছি। জিহাদ চলমান রয়েছে এবং শক্তিশালী ও বিস্তৃত হচ্ছে। পক্ষান্তরে দুশমনদের অধঃপতন হচ্ছে এবং তাওহীদবাদীদের পক্ষ থেকে তাদের উপর গোলা বর্ষন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। যদিও বাস্তবিক অর্থে ইমারত ও হুকুমতের সময় আমাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু আমরা সঠিক পথের উপর রয়েছি, এটাই মূল বিষয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞত।

- শায়েখ আতিয়াতুল্লাহ লিবিব রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৭৩)

হে জিহাদের পথের সাথী

হে জিহাদের সাথী, আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমার উপর আবশ্যক ইসলামের পতাকাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দ্বীনের বিজয় বা নিজের মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে এ পথে চলা যেভাবে তোমার পূর্ববর্তীরা এই পথে মৃত্যু বরন করেছেন। সুতরাং তুমি এ পথে চলতে থাকো যাতে তুমি ইলাহী পরীক্ষায় সফলতা লাভ করতে পার, নিশ্চয়ই শেষ সময়ই ধর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (আমি তোমাদেরকে পরিক্ষা করব যে পর্যন্ত না তোমাদের থেকে মুজাহিদ ও ধৈর্যধারণ কারীদের সম্পর্কে অবগত হতে পারি এবং যতক্ষন না তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি।)

- শায়েখ আদেল আব্বাব রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৭৪)

তাওহীদ বাস্তবায়ন আবশ্যক

তাওহীদ বাস্তবায়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় যার প্রতি মনযোগী হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আবশ্যক। তাওহীদ ও আমলে সালেহ বাস্তবায়নের পূর্বে কোন রাষ্ট্রীয় বিধান বাস্তবায়ন বা রাজনৈতিক বিজয় গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহই আমাদের জন্য যতেষ্ঠ ও তিনি উত্তম অবিভাবক।

- শায়েখ আতিয়াতুল্লাহ লিবিব রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৭৫)

দুই প্রতিবেশীর মাঝে কত পার্থক্য !

তোমরা খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদীদের হত্যার জন্য এগিয়ে আস এবং আল্লাহ কে বেশি বেশি করে স্বরণ কর। হয়তো বিজয় নয়তো শাহাদাতই একামাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের থেকে যার সময় ঘনিয়ে আসবে সে নিহত হয়। ফলে তার পরিবার তাকে হারায় কিন্তু তার রুহ যেমনটা রাসূল বলেছেন, সবুজ পাখির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা ঘুরবে বেড়াবে। অতঃপর আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত প্রদিপে আশ্রয় গ্রহন করবে। সুতরাং কতই না প্রার্থক্য দুই প্রতিবেশীর মাঝে, আল্লাহ তায়ালা এবং তার পরিবারের মাঝে !!

- শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৭৬)

হিকমাহ দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়ার মধ্যে নয়

ইব্রাহিম আঃ কি হক্ককে মিটিয়ে দিয়ে তার বাবার নিকট হক্ক পৌছানোর ইচ্ছা করেছেন? কক্ষনই না। নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হক্ক পৌছানো হয়।

কতক লোক হেকমতের ব্যপারে ভুল ধারনা করে, মূলত তা হক্ককে মিটিয়ে দেওয়া বা হক্কের বিধানগুলো নিয়ে খেলা করার মধ্যে নয় এবং নিজের শাহওয়াত অনুজায়ী নয় যে, কখনো তাকে হেকমত, কখনো আকল, কখনো মধ্যপন্থা বা

কখনো ই'তিদাল ইত্যাদি নামে চালিয়ে দিবে। বরং তা এমন বিষয় যার ব্যপারে আল্লাহ বলেছেন (আমি আপনাকে এমন শরীয়ত দান করেছি যা আদেশ সম্বলিত। সুতরাং তার অনুসরণ করুন এবং ঐ সকল লোকদের চাহীদার অনুসরণ করবেন না যারা জানে না)

আল্লাহ বলেনঃ (যদি হক্ক তাদের চাহিদার অনুসরণ করত, তাহলে আসমান, জমিন ও উভয়ের মাঝের সব ধ্বংস হয়ে যেত, আমি তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের অবস্থা বর্ননা করি অথচ তারা আলোচনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়)

তাই দাওয়াতের ক্ষেত্রে হেকমত এটা নয় যে, আমরা আল্লাহর বিধান নিয়ে খেলা করব অথবা বুশ ও অন্যান্য কাফেরদের ইচ্ছায় শরিয়াতের আহকাম পালন করব। বরং হিকমাহ হচ্ছে হক্ককে কমানো বা বাড়ানো ব্যতিত সঠিক ও সুন্দর পদ্ধতিতে পৌছিয়ে দিব।

- শায়েখ আবু ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৭৭)

জাহিলিয়্যাতের ধর্ম

আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম এবং আইন প্রনয়নকারীদের অধিবেশন হচ্ছে দ্বীনে জাহিলিয়্যাত। সুতরাং যারা আল্লাহ তায়ালার হারাম করা বিষয়ে নেতা ও উলামায়ে সূ কর্তৃক হালাল বানানোর ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য কর; যেমন বিধান রচনার বৈঠকে (পার্লামেন্ট) প্রবেশ করা অথবা আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ) হারাম করার ক্ষেত্রে আনুগত্য করা । তাহলে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহন করল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

- শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৭৮)

ঐক্যের অপারগতা হৃদ্যতা ও সহযোগিতাকে নষ্ট করে না

সর্বদা ব্যাক্তিগত ও দলগত স্বার্থের পূর্বে বৈশ্বিক জিহাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক। এবং ব্যপক ভাবে উম্মা্াহ ও বিশেষ করে মুজাহিদদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য। কখনই সাংঘঠনিক ঐক্যের অপারগতা পরস্পরের সহযোগিতা ও ভালোবাসার আবশ্যকীয় ঐক্যকে নষ্ট করবে না।

- নাইজেরিয়ার মুজাহিদদের প্রতি

- শায়েখ আবুল হাসান বুলাইদী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৭৯)

কাজের পরিকল্পনা !

ইসলামের বিজয়ের প্রতি আগ্রহী প্রত্যেক মুসলমানের দিকে সাহায্যের হাতকে প্রসারিত করে আমাদের কর্ম পরিকল্পনায় (উম্মাহর অধঃপতন থেকে মুক্তি) অংশীদার করি। যা ত্বাগুত থেকে বারা'আত ও কুফ্ফারদের শত্রুতা এবং মুমিনদের বন্ধুত্ব ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উপর গঠিত হয়েছে। ইসলামের প্রতি আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তি এই কর্ম পরিকল্পনায় সাচ্ছন্দে নিজের সর্ব শক্তি ও চেষ্টাকে মুসলমানদের ভূমি উদ্ধার করা ও ইসলামকে নিজ ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করে। অতঃপর সে তার দাওয়াতকে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়।

- শায়েখ আইমান আল জাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

#an_noor (৮০)

ফিলিস্তিনকে সাহায্যের শপথ

আমরা ফিলিস্তিনের উপর আন্তর্জাতিক ভিবিন্ন রাষ্ট্রের ইয়াহুদী বান্ধব চুক্তিকে কখনই সম্মান করব না যা হামাসের নেতারা ও ইখওয়ানের কমান্ডরা করে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছা আমরা হামাস ও অন্যান্য সঙ্ঘটনের কমান্ডারদের হক্ক থেকে ফিরে যাওয়ার বিরোধীতা করে সত্যবাদী মুজাহিদের হাতের উপর হাত রেখে (ফিলিস্তিনকে নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত স্বাধীন করার জিহাদ) শুরু করেছি। সুতরাং রক্তের বিনিময়ে রক্ত এবং ধ্বংসের বিনিময়ে ধ্বংস। আমি কসমকে পুনরাবৃত্তি করছিঃ আল্লাহর শপথ, আমরা তোমাদেরকে (ফিলিস্তিন) সাহায্য করব, যদিও সাওয়ারীর উপর হামাগুড়ি দিতে হয় অথবা আমরা হামজা বিন মুতালিবের মত শাহাদাত বরণ করব।

- শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৮১)

আবেগের সাথে সবরের প্রশিক্ষণ

অবশ্যই তোমাকে জানতে হবে যে জিহাদের পথ হচ্ছে অনেক কঠিন ও দীর্ঘ। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এই সফর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শুরুতে অনেকেই আবেগী হয়। আর জিহাদের কঠিন পরিস্থিতির জন্য আবেগের সাথে নফসকে কঠিন বিপদ সহ্য করতে হবে এবং কষ্ট ও মছিবতের উপর নিজেকে প্রশিক্ষিত

করতে হবে। অনেক যুবক আবেগ নিয়ে জিহাদে আসে। অতঃপর তাদের আবেগ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সে মূল জিহাদের হুকুম নিয়ে বিতর্ক শুরু করে।

শায়েখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৮২)

জিহাদী পথের মূলনীতি

ক্ষত-বিক্ষত, নিহত হওয়া, হত্যা করা ও যুদ্ধ জয়-পরাজয় ছাড়া কি জিহাদ সম্ভব? আল্লাহর তাওফিকে যিনি জিহাদের ইবাদতে শরীক হয়েছেন তিনি নিজের পথকে ব্যাপক একটা মূলনীতি দিয়ে তৈরি করেছেন। যার উপরেই তার জিহাদের পথে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ফেলেন। সেই মূলনীতি কোরআনে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছেঃ (আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর) হয়ত বিজয় নয়ত শাহাদাত। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ (ওরা যেন আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে যারা দুনিয়ার জীবন পরকালের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয়। আর যে কেউ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক শীঘ্রই তাকে আমি দেব মহাপুরস্কার) সুতরাং রাষ্ট্র গঠনে ইসলামের মাপকাঠি আখেরাতের জগত বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দুনিয়াবী কোন পরিমাপ নয়। বরং জিহাদী আমল পরিমাপের পাল্লার মূল অংশটি আখেরাতের জগতে সাথে সম্পর্কিত। যা মহান দাতার পক্ষ থেকে প্রতিদান, সওয়াব ও পারিশ্রমিকের জগত।

শায়েখ আবু ইয়াহয়া আল লিবি রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৮৩)

সমাজ সংশোধনের মূলনীতি

সমাজ সংশোধনের তিন মূলনীতিঃ কোরআনের শাষন, মানবজাতি ও ভূমির স্বাধিনতা। এগুলো জিহাদ, আক্রমন, সংগ্রাম এবং শাহাদাতবরন ব্যতিত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এবং যতক্ষন না আমাদের ভূমি থেকে দুশমনদেরকে বিতারিত করব ও জিহাদের মাধ্যেমে অধিকার ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনব। শান্তি পূর্ন ভাবে বা সম্পর্কের মাধ্যমে শত্রুরা কখনো ভূমি ছেড়ে দিবে না এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী জিহাদ ছাড়া কখনই তাদের উত্তরাধিকার সিংহাসন ছেড়ে অপসারিত হবে না। আর কি ভাবে জিহাদ ছাড়া অপসারিত হবে অথচ তারাই পরিবর্তনের সমস্ত শান্তিপূর্ন মাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছে বরং যে তা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে তাদেরকে জেল, জুলুম, হত্যা, ও নির্বাসিত করা হয়েছে। তারা তাদের অন্যায় বিরোদ্ধে প্রত্যেক সত্যের কন্ঠকে বন্ধ করে দিয়েছে। এবং তারা প্রত্যেক নির্বাচনে মিথ্যা নাটক সাজিয়েছে। এবং তারা পদলেহনকারী দল তৈরি করেছে যারা তাদের নষ্টামীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তারা সংস্কার ও পরিবর্তনের সব দাওয়াতকে আক্রমন করছে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের আহ্বাবাঙ্কারীকে ফিতনা সৃষ্টিকারী খারেজী বলে চুপ করিয়ে দিচ্ছে। এবং তারা উম্মাহর মাঝে মুরজিয়াদের মতাদর্শকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শায়েখ আইমান জাওয়াহেরী হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৮৪)

ইয়াকীন ও সবর মুজাহিদের পাথেয়

ধৈর্য হচ্ছে অবিচলতার ইন্ধন। আল্লাহ বলেছেন (তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম। যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।) সুতরাং ধৈর্য অবিচলতা কে এবং বিশ্বাস আশাকে প্রসারিত করে। হক্কের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও দুনিয়াবী চাহিদা ধ্বংসে আফসোস ছেড়ে দেয়া ছাড়া অন্তরের কোন চিকিৎসা নেই। ইয়াকীন ও সবরের অধিক মুখাপেক্ষী হচ্ছেন দ্বীনের পথের মুজাহিদ, ওলামা ও দায়ীগন।

কেননা এই পথ হচ্ছে জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। রাস্তা হচ্ছে কষ্টদায়ক ও পরীক্ষায় পূর্ণ। কিছু পরীক্ষা শরীরকে এবং কিছু বুদ্ধি ও মানসিকতাকে আক্রান্ত করে। আর এভাবেই মর্যাদা কষ্ট ছাড়া অর্জিত হয় না। আল্লাহ বলেনঃ (তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী)।

- শাইখ আবু কাতাদা ফিলীস্তীনী হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৮৫)

কখনোই যুদ্ধ ছাড়ব না

পুরা বিশ্বের প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! যে উসামার জন্য লড়াই করত; নিশ্চয়ই উসামা মারা গিয়েছেন। আর যারা দ্বীন, ভূমি, সম্মান ও উম্মাহকে রক্ষার জন্য লড়াই করত তাদের জন্য যুদ্ধের সময় এসে গেছে। অগ্নিকুন্ড উত্তেজিত হচ্ছে। প্রচন্ড যুদ্ধ চলমান রয়েছে। সুতরাং দৃঢ় হও, দৃঢ় হও এবং ধৈর্য ধর ও ধৈর্য ধর। যতক্ষন না আমাদের জন্য আল্লাহ বিজয়ের ফায়সালা করেন। অথবা শহীদ হয়ে প্রিয় মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাম ও তার সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করব।

- শাইখ আবু মুসআব আব্দুল ওয়াদুদ হাফিজাহুল্লাহ

#an_noor (৮৬)

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানহাজ

ইসলাম এমন মানহাজ যাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে মানুষ তা পূর্নভাবে পালনের জন্য। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ, যা খন্ডিত হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন ((তোমরা কাফেরদের সাথে কিতাল কর যতক্ষন না ফেৎনা নির্মূল হয়ে যায় এবং আল্লাহর জন্য পরিপূর্ন দ্বীন কায়েম হয়ে যায়। যদি তারা কিতাল থেকে বিরত থাকে তবে নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্ম সমূহ দেখেন (আনফাল-আয়াত- ৩৯)। যে কিতাবের কিছু অংশ মানে আর কিছুকে অস্বীকার করে সে কুফুরী করল। তার সালাত-সিয়াম কোনই উপকারে আসবেন না। আল্লাহ বলেন ((তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করছ। তোমাদের মধ্যে এমন যেই করবে তার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্চনা, অপমান আর আখেরাতে তাকে কঠিন আযাবের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা তোমরা যা কর তা সম্পর্কে উদাসিন নন।

- শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৮৭)

দুইটি বিপরীত সিদ্ধান্তের সম্মুখে

আমরা হয়তো আমেরিকা, ইয়াহুদী, ফ্রান্স, রুশ ও হিন্দুদের শত্রুতা প্রতিহত করব এবং তাদের গোলাম যারা শরীয়ত থেকে বের হয়ে গেছে ও সম্মানের উপর আঘাত হানছে তাদের থেকে ভূমিকে পবিত্র করব। যাতে মুসলিমরা স্বাধিনতা ও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে পারি। এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার ইবাদত করব ও ইসলামের দাওয়াত, ইনসাফ ও শূরাকে প্রসারিত করব। এটাই হচ্ছে পবিত্র নববী সুন্নাহ পথ যা আমাদেরকে সঠিক পথে নির্দেশনা দেয় এবং ত্যাগ, কুরবানী, বাহাদুরী ও আক্রমনের সু-উচ্চ দৃষ্টান্ত পেশ করবে। অথবা আমরা নম্রতা, আত্বসমর্পন, পলায়ন করব এবং যে কোন মূল্যে জেল থেকে বের হওয়ার রাস্তা খুজব। তারপর সামর্থ অর্জন, পরিবার ও নারীদের দেখা শোনায় মগ্ন হবো।

এবং ক্রুসেডার, ইয়াহুদী, গোয়েন্দা ও ত্বাগুতদের জমিনের ফাসাদ সৃষ্টির ব্যপারে নিশ্চুপ হয়ে যাব। ফলে তারা আমাদের উপর দখল, হত্যা, লাঞ্চনা ও দমন চালিয়ে যাবে এবং এক ত্বাগুত থেকে অন্য ত্বাগুত শাষনভার উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। আর প্রত্যেক অবস্থার সাথে তার ফলাফল সর্বদা চলমান থাকবে।

- শাইখ আইমান আল জাওয়াহেরী হাফিযাহুল্লাহ

#an_noor (৮৮)

শত্রুতা ও ধৈর্য ধারন

আমি পূরা বিশ্বকে দেখি তোমার সাথে শত্রুতা করতে, তোমার বিরুদ্ধে কথা বলতে, এমনকি তোমার দ্বীনি ভাই যাদের রক্ষার মানসে দাঁড়িয়েছ এবং নিজেকে তাদের সাহায্যকারী বানিয়েছ।

কতক তোমাকে কটাক্ষ করবে, দোষারোপ করবে, মিম্বার থেকে বিরোধীতা করবে। আবার কতক তোমার সাথে কথা ছেড়ে দিবে ফলে তোমাকে সালাম দিবে না। কতকের অবস্থা হবে তোমর বিপদে সে আনন্দ লাভ করবে।

তবে তোমার ব্যবহার হবে ঐ ব্যক্তির মত যে বলে, (আমি তার জীবনের আখাংকী আর সে আমার মিত্যু প্রয়াসী)।

এতদ্বসত্যেও তোমার সত্য পথের উপরে থাকবে। তিক্ততাকে ঢোক গিলবে যেন তা খাটিঁ মধু। এর মাধ্যমেই আল্লাহর ওলীদের মধ্যে তুমি হবে উন্মাহর সর্ব উর্ধে ((তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করে না))। তায়েফা মানসুরার গুণে গুণান্বিত হবে "তাদের বিরোধী ও সাহায্য ত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষন না আল্লাহর নির্দেশ আসে"।

- শাইখ ইব্রাহিম আর রুবাইশী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৮৯)

তাগুত থেকে সম্পর্কহীনতা তাওহীদের ভিত্তি

নিশ্চয়ই যারা গাদ্দার শাসকদের মাধ্যম আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দিতে চায়, তারা নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছে ও উম্মাহকেও ধোকায় ফেলে রাখছে। আর তারা জালেম ও পথভ্রষ্টদের দিকে ঝোঁকে পড়ছে। তাদের প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে তারা অক্ষম ও অবাধ্য সম্প্রদায়। সুতরাং মুসলমানদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তাদেরকে নসিহা প্রদান করা, যদি তারা উপদেশ গ্রহন না করে তাহলে তাদের থেকে সতর্ক থাকবে। এবং মুসলিমদের উপর আবশ্যক হচ্ছে এই সমস্ত ত্বাগুতদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে।

এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, তাগুত থেকে সম্পর্কহীনতা কোন নফল ইবাদত নয়। বরং তা হচ্ছে তাওহীদের অন্যতম মূল ভিত্তি। যা ছাড়া মুমিনই হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ((অতএব যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান আনে সেই তবে ধরেছে একটি শক্ত হাতল, — তা কখনো ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত))

- শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৯০)

হয়তো জিহাদ নয়তো লাঞ্ছনা, যা ইচ্ছা বেছে নাও

জিহাদের কাজে একনিষ্ঠ ভাবে নিয়োজিত হওয়া, দায়িত্ব সম্পাদন করা, কষ্ট সহ্য করা ও ধৈর্যের সাথে আদায় করে যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু মন এগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং জমিনের ভোগসামগ্রীর প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ে ও তার সৌন্দর্যের মোহে আবিষ্ট হয়ে গভীরে প্রোথিত হয়ে যায়। কারণ যুদ্ধের অগ্রভাগে রয়েছে মৃত্যু ও ভয়ানক বিপদ। আর দুনিয়ার পশ্চাতে রয়েছে ধনসম্পদ ও পরিবার। হয়ত সেদিকে ঠেলে দেয়া হবে অথবা এদিকে টেনে আনা হবে। যদিও জিহাদের পথে যা ব্যয় ও সহ্য করবেন তার প্রতিদান অনেক ভাল। কিন্তু নফস সর্বদা তাড়াহুড়া প্রবণ দ্রুততাকেও চায়। সব জিনিস নগদ ভোগ করতেই ভালবাসে এবং কষ্ট করে ফসল ভোগ করতে চায় না। অতএব "হয়তো জিহাদ নয়তো লাঞ্ছনা, যা ইচ্ছা বেছে নাও"।

- শায়েখ আবু ইয়াহইয়া রাহিমহুল্লাহ

#an_noor (৯১)

পবিত্র রমজানের আগমনে মোবারকবাদ

হে মুসলিম উম্মাহ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। প্রবিত্র রমজান আগমন উপলক্ষে আপনাদেরকে জানাই অভিনন্দন। এই রমজান হচ্ছে কোরআনের মাস, সাধনা, দীর্ঘ কিয়াম, সাদাকা ও জিহাদের মাস। তাই আমরা এই মাসে ইবাদতের মগ্ন থাকব এবং আমাদের আল্লাহর স্বরণ থেকে যা বিগ্নতা ঘটায় তার থেকে বেচে থাকব।

- শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহঃ)

- উসলুবুল আমাল

#an_noor (৯২)

বাস্তব পদক্ষেপ

যদি সম্ভব হতো তাহলে সর্বদাই আমি তোমাদেরকে মূল টার্গেট সম্পর্কে বর্নণা করতাম। তা হচ্ছে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর) অর্থ ও তার চাহিদা অনুযায়ী আমল করা এবং ইসলামের সর্ব উচু চুড়া জিহাদ সম্পর্কে। যাতে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হও। কারণ বর্তমানের মুসলমানদের দুরাবস্থা ইলম বা কিতাবের অভাবের ফলে নয়। আল্লাহর অনুগ্রহে ইলম এখন প্রসারিত। বরং অধঃপতনের কারণ হচ্ছে আমাদের ইয়াকিন, সততা, ও আমানত দুর্বল হওয়া।

আমরা ইলম অনুযায়ী আমল থেকে বসে পরেছি। আর দ্বীন আমাদের সময় ও মাল নিঃশেষ হওয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং তরবারীর ছায়ার নিচে অবস্থানের মাধ্যমেই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে । সুতরাং সুসংবাদ তাদের জন্য যারা এই মাসআলা বুঝেছে। ফলে রহমত ও যুদ্ধের নবীর আনুগত্য প্রকাশ করেছে (তার উপর পরিপূর্ন রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) - এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে ও নিহত হয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, তিনি তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিবেন।

- শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৯৩)

অচিরেই আমেরিকা ধুলিস্যাৎ হবে

তোমরা আল্লাহর দয়া ও রহমত থেকে বিচলিত ও নৈরাশ হইয়ো না। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই উপশম এবং কঠিনের সাথে সহজ রয়েছে। ((যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে

পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না))

অচিরেই আমেরিকার ধুলিস্যাৎ হবে এবং তেমন ভাবে অধঃপতিত হবে যেমন পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলো হয়েছিল। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর দ্বীন, এটা একক ও অদ্বিতীয় স্বত্ত্বার দ্বীন, তিনি যা চান তাই করেন। তিনি হও বললেই হয়ে যায়। সুতরাং কেন আমরা বিচলিত হব ? কেন আমরা নিরাশ হব? আর কেনই বা আমরা ভয় পাব?

নিশ্চয়ই আমদের জন্যে রয়েছে দুইটি অবস্থা, হয়তো আমরা ইজ্জতের সাথে দ্বীন নিয়ে জীবন যাবন করব এবং আমাদের ভূমিতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার ইবাদত করব নতুবা আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবো। ((আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ))

- শায়েখ আবু ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৯৪)

কারো বিরোধীতা করা অপদস্থতা নয়

বিপরীত মতের ব্যক্তির বিরোধিতা তাকে বাতিল করে দেয়া উদ্দেশ্য হয় না। বরং তাকে শুদ্ধ ও সঠিক করে দেওয়া হয়। আর এটাই হচ্ছে মুসলমানের জন্য কল্যাণকামিতা ও হিতাকাংক্ষীতা। কেননা বিষয়টি হচ্ছে দ্বীন। রাসূল আলাইহিস

সালাম বলেন, (দ্বীন হচ্ছে হিতাকাংক্ষী হওয়া)। এবং ভুলকারীর বিরোধিতা করা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদিও সে দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ও ত্যাগী হয়। কেননা রাসুলুল্লাহ আবু যারকে বলেছেনঃ (যিনি অগ্রগামী ও ত্যাগীদের অন্তর্ভুক্ত) হে আবু যার! তোমার মধ্যে জাহিলিয়্যাত রয়েছে। অগ্রগামী ও ত্যাগীরা যখন দ্বীনের ব্যাপারে বড় বা মৌলিক কোন ভুল করে তখন তাদের বিরোধিতায় কঠোরতা তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে কমিয়ে দিবে না। কারণ এটা হচ্ছে দ্বীনী বিষয়। উমর (রাঃ) যখন অগ্রগামী ও ত্যাগীদের অন্তর্ভুক্ত বদরী সাহাবীর ক্ষেত্রে বলেছিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে অনুমতি দেন, এই মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ সে বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছে, আর তুমি কি জান না আল্লাহ তায়ালা বদরীদেকে অবগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছা আমল করতে থাক, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এখানে রাসূলূল্লাহু আলাইহিস সালাম উমরের কঠোরতা ও বিরোধিতাকে অপছন্দ করেন নাই। বরং হাতেবকে মুনাফেক ও মুরতাদের হুকুম দেয়াকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং কেহ যত অগ্রগামী ও ত্যাগী হোক না কেন, দ্বীনের উসুল ও মূল বিষয়ের ক্ষতি সাধনের ব্যাপারে চুপ থাকা যাবে না।

- শায়েখ ছামী আল উরাইদী হাফিজাহুল্লাহ

- জিহাদ আমার শিক্ষা দিল

#an_noor (৯৫)

মডারেট ইসলাম

বর্তমানে আমেরিকা এমন ইসলাম চায় না যা উন্মাহর বিপদগুলো প্রতিরোধ করবে, তারা চায় না এমন ইসলাম যা আহ্বান করবে জিহাদের দিকে, শরীয়তের শাষনের দিকে ও ওয়ালা-বারা এর দিকে। তারা চায় না ইসলামের এই দরজাগুলো খুলে যাক এবং মানুষকে উহার দিকে আহবান করা হোক। বরং তারা চায় এমন ইসলাম যা হবে আমেরিকান, সমাজতান্ত্রিক, গনতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় ও গৃহপালিত।

শায়েখ আনোয়ার আওলাকী রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৯৬)

আমেরিকার গোলামদের ঘাড়ে আঘাত

আল্লাহ তায়ালা কিছু লোকের ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ সুস্পষ্ট বলেছেন: "তারা কাফেরদের কে বলে, (আমরা তোমাদের কতক বিষয়ে আনুগত্য করব)। সুতরাং যখন কেউ তাদের কে বন্ধু না বানানো ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরলে সাহায্য না করা সত্বেও শুধু এতটুকু কথা বলার কারণে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার ব্যপারে কি হুকুম হবে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে, তাদের মিত্রতার চুক্তি করে এবং তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করে?! সে অবশ্যই কাফের ও মুরতাদ এবং দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

আমরা ঐ ব্যক্তিদের থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি যারা আমেরিকা ও অন্যান্যদের মুসলিমদের ভূমিকে দখল রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে আসছে। আল্লাহর ইচ্ছায় নিশ্চয়ই মুজাহিদদের হাতে তারা ও তাদের আমেরিকান প্রভুদের উপর প্রসারিত এবং যেখানেই পাওয়া যাবে কোন রকম নমনীয়তা ছাড়া গর্দানে আঘাত করা হবে। (যখন তোমরা কাফেরদের সাথে মিলিত হবে ঘাড়ে আঘাত করবে)

শায়েখ সালেম মারজান রাহিমাহুল্লাহ

#an_noor (৯৭)

গুলু ও ইরজা'র মাঝামাঝি

দীর্ঘকাল বিপদ মছিবতের মাঝেও দুর্বল পাখিগুলো ভ্রমন করে যায় এবং গাছের হলুদ পাতাগুলো ঝড়ে পরে কিন্তু শিকড়গুলো জমিনে মজবুত ভাবে গেড়ে বসে। যাতে মৌসুম শেষে ফল পাওয়া যায়। মুজাহিদীনরা বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তানজিমের নীতিমালাকে মজবুত করেছেন। কিন্তু পরবর্তিতে কিছু প্রবৃত্তি অনুসারী এসেছে যারা হিকমাহ ও অভিজ্ঞতার ফলে পূর্ন শাখাগুলোকে উপড়ে ফেলতে চায়। তারা জু্লুম ও ফাসাদের মোকাবেলায় নিজেদেরকে জিহাদের বিষয়ে আলেম মনে করে, অথচ তাদেরকে যারা তাওহীদ ও শরিয়াতের পতাকাবাহী বানিয়েছে তাদের বিরোধিতা করে। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলাকারীদের সাথে সন্ধিকেই প্রত্যক্ষ করছি। শরিয়াতের সীমার পাশেই রয়েছে বাড়াবাড়ি বা গুলূ এর ফিকহ। যেমন তার অপর পাশেই রয়েছে ছাড়াছাড়ি বা ইরজা' এর ফিকহ। (তারা চায় যে তুমি যদি ঝুকে পড়ো তাহলে তারাও নমনীয় হবে) যখন কেউ ঝরে যায়, এটা শরীয়তের কোন দোষ বলে বিবেচ্য হবে না। কারণ যখন পূর্ববর্তীরা এমন কাউকে পতাকার দায়িত্বে দিয়ে যায় যারা পূর্বের সুবাস ছড়াতে অক্ষম, তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশ পূর্ণ হয়ে যাবে। তা হল, তখন তরবারীর ছাড়া হক্ব ও বাতিলের (খারেজী ও মুজাহিদ) মাঝে সমাধান সম্ভব নয়।

শায়েখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি (হাঃ)